NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি ঘুরে দেখি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্বেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ স্মার্টফোন কিনতে অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার, ভেট দিদির

‘মাননীয়ার সরকারের আঘাত হিন্দু ভাবাবেগে’, অভিযোগ শুভেন্দুর ৩

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ৩১ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.10.2025, Vol.19, Issue No. 126, 12 Pages, Price 3.00

বন্ধুত্বের দাম রক্তে! বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে খুন হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গরম ভাতের সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়, ছাদে মৃদু আলো, বন্ধুদের আড্ডা;সবই যেন এক সাধারণ সন্ধ্যার গল্প। কিন্তু মধ্য হাওড়ার গণেশ মাঝি লেনের তিনতলা বাড়ির সেই ছাদভোজ শেষ হল রক্তে রাঙা এক ট্র্যাজেডিতে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ, বন্ধুর হাতে বন্ধুর খুন!

পুলিশ সূত্রে খবর, সেই বহুতলের বাসিন্দা বিকাশ চৌধুরী ওরফে মনু সেদিন রাতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ছাদে খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবি প্রসাদও। প্রথমে ছিল হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব। তারপর হঠাৎই ছন্দপতন; পুরনো শত্রুতার আগুন যেন আবার জ্বলে ওঠে।

হাওয়ায় তখন উত্তেজনা ঘন, গালিগালাজ শুরু। রাগের বশে বিকাশ উঠে দাঁড়ান, হাতে উঠে আসে ধারালো চপার। মুহূর্তের মধ্যে ছাদের নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে গর্জে ওঠে চিৎকার: 'মনু, থাম!' কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। এলোপাথাড়ি কোপে লুটিয়ে পড়েন রবি প্রসাদ। রক্তে ভেসে যায় ছাদের মেঝে।

আতঙ্কে রবি পালাতে চাইলে সিঁড়ির মুখেই পড়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, তিনজন মানুষ অন্ধকার গলির দিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। খবর পেয়ে শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আসেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরাও।

প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, নয় মাস আগে বিকাশের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন রবি প্রসাদ। সেই থেকেই দুই বন্ধুর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার রাতের সেই ছাদভোজ নাকি ছিল ফয়সালার আড্ডা;সব মিটিয়ে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পরিণত হয় মৃত্যু-নাটকে।

এখন গোটা গণেশ মাঝি লেন যেন নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে একটাই প্রশ্ন; মনু এমন করল কেন? পুলিশ ইতিমধ্যেই বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকারও করেছে সে, জানাচ্ছে পুলিশ। তবে এখানেই শেষ নয়; এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কি আরও কেউ যুক্ত? নাকি ছিল অন্য কোনো গভীর ষড়যন্ত্র? সেই রহস্যের উত্তর খুঁজছে শিবপুর থানার তদন্তকারী দল। ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে একাধিক ব্যক্তির।

স্বদেশি সবার ঘরে, স্বদেশি অন্তরে

আত্মনির্ভরতার ডাক দিয়ে লোগো প্রকাশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশজ উৎপাদনের বিকাশ ও স্থানীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে শুক্রবার সূচনা হল বিজেপির নতুন কর্মসূচি 'স্বদেশি সবার ঘরে, স্বদেশি অন্তরে'। এই কর্মসূচির আহ্বায়ক ও সাংসদ জগন্নাথ সরকার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে লোগো প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি আত্মনির্ভরতার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বলেন, আত্মনির্ভরতা খুব জরুরি একটি বিষয়। তার জন্য আত্মবিশ্বাস খুব জরুরি। আর সেটা তৈরি করতে গেলে আমাদের অতীত জানতে হবে এবং ভবিষ্যতের দিকে এগোতে হবে। ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে গেলে আমাদের অন্যতম হাতিয়ার স্বদেশি।

তাঁর বক্তব্যে জগন্নাথবাবু স্পষ্ট করেন, বর্তমান যুগে স্বদেশি মানে বর্জন নয়, বরং দেশের শ্রম ও ঘামের মূল্যকে মর্যাদা দেওয়া। তাঁর কথায়, আমরা কিছু বর্জন করার কথা বলব না, বরং আমাদের দেশে তৈরি, ভারতের শ্রমিকের সময়, শ্রম, ঘাম রয়েছে, যার সঙ্গে দেশের অর্থনীতি জড়িয়ে রয়েছে; সেটাই স্বদেশি। এর মধ্যে রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। যা ব্যবহার করে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে মজবুত করার বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশজ পণ্যের প্রসারে দলের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিবস থেকে ২৫ ডিসেম্বর, অটল বিহারী বাজপেয়ীজির জন্মদিবস পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

জগন্নাথবাবু বলেন, এতে আমরা যেমন মানুষের বাড়ি বাড়ি যাব, তেমনি আমাদের বক্তারাও বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখবেন। আজ মোট ১০০ জনের এই বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে। এরপর অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ হবে। তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মাঝে সেই বার্তা পৌঁছে দেবেন। প্রদেশ, জেলা ও মণ্ডল স্তরে ইতিমধ্যেই কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বিধানসভা ভিত্তিক প্রচার ও 'স্বদেশি মেলা' আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

'ভোকাল ফর লোকাল' নীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে জায়গার যে জিনিসটা বিখ্যাত; যেমন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, শান্তিপুর ও ধনেখালির শাড়ি; সেগুলিকে সম্মিলিতভাবে স্বদেশি মেলায় তুলে ধরা হবে এবং সেগুলি বাজারজাত করার ব্যবস্থাও থাকবে। স্থানীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠানের শেষে 'স্বদেশি সবার ঘরে, স্বদেশি অন্তরে' কর্মসূচির লোগো উন্মোচন করেন জগন্নাথ সরকার। তিনি বলেন, এটি কোনও রাজনৈতিক কাজ নয়, এটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কাজ। পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতি ও স্বাভিমানকে অটুট রেখে আমরা এগিয়ে যাব।

ডিজিটাল তোলাবাজি করে টাকা পৌঁছে দিতেই ডিজিটাল যোদ্ধা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকমাস আগে ডিজিটাল যোদ্ধা কর্মসূচি চালু করেছেন প্রাক্তন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। বিহারে তাঁর জন সুরজ পার্টির হাত মজবুত করতে তিনি এই ডিজিটাল যোদ্ধা কর্মসূচি চালু করেছেন। এবার সেই একই পথে হাঁটলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি ডিজিটাল মাধ্যমে বৃহস্পতিবার নতুন কর্মসূচির সূচনা করেন। কর্মসূচির পোশাকি নাম 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'।

শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ডিজিটাল যোদ্ধাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, ডিজিটাল তোলাবাজি করে এবার অভিষেকের কাছে টাকা পৌঁছে দিতে হবে। যেটা প্রশান্ত কিশোর বিহারে করেছে। তাঁর অভিযোগ, বিহারে প্রশান্ত কিশোর ডিজিটাল যোদ্ধা বানিয়ে কোটি কোটি টাকা তুলেছে। কলকাতাকে কলসেন্টারের বড় 'হাব' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতার আরও অভিযোগ, সেক্টর ফাইভে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ ও ববি হাকিমের তত্ত্বাবধানে বহাল তবিয়তে চলছে কলসেন্টার। আর সেই কলসেন্টারের মাধ্যমে ব্যাংকিং প্রতারণা চলছে। তাঁর দাবি, কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করছে অনলাইন প্রতারকরা। অথচ নিম্ন আদালত থেকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অভিযুক্ত প্রতারকরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও দাবি করেন, তৃণমূলের ফান্ডের অন্যতম উৎস হচ্ছে এই কলসেন্টার। মেটিয়াবুরুজ, সেক্টর ফাইভে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কলসেন্টার। বড় বড় কলসেন্টার সংস্থাকে পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছে। আর চুনোপুঁটি সংস্থাগুলোতে পুলিশ ধরপাকড় করছে।

সাংবিধানিক আইন স্বীকৃত এসআইআর হলে তাতে আপত্তি নেই: শুভঙ্কর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গাড়ি রাখা নিয়ে বচসার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর কণ্ঠাধার যামিনী ভূষণ হাসপাতাল রোডে ঘুষিতে মৃত্যু হয়েছে গাড়ি চালক দিলীপ দাসের। শুক্রবার বেলায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। ঘটনাস্থল থেকে তিনি ইছাপুর নবাবগঞ্জ বাজার পাড়ায় গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার দাবি করেন, মৃতের স্ত্রীকে স্থানীয় পুরসভায় একটা স্থায়ী চাকরি দেওয়া হোক। তাছাড়া ওই পরিবারকে যাতে এককালীন আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সাংবিধানিক আইন মেনে এসআইআর হলে কেউ তা আটকে পারেন না। তবে সাংবিধানিক আইন স্বীকৃত এসআইআর হলে তাতে তাদের কোনও আপত্তি নেই। তাঁরা-ও চান যাতে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যায়। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসআইআর হলে তারা অবশ্যই বিরোধিতা করবেন।

পাকিস্তানি নাগরিক বিতর্কে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটির ভোটার তালিকায় পাকিস্তানি নাগরিক সালেহা খাতুনের নাম থাকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলেছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং অভিযোগ করেন, সালেহা পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা এবং ভোটার তালিকায় অবৈধভাবে নাম উঠেছে। সালেহা ২৮ বছর আগে বিবাহসূত্রে এখানে এসেছেন এবং নাগরিকত্বের আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। ভোটার তালিকা থেকে অবৈধ নাম অপসারণের জন্য নির্বাচন কমিশন জেলা শাসক ও ইলেকট্রিক্যাল অফিসারের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। তদন্ত চলছে এবং যারা অবৈধ ভোটার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে যেন ভোটার তালিকা শুদ্ধ রাখা যায়। রাজনীতির এই ইস্যুতে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই অক্টোবর, ৩১ শে আশ্বিন। শনি বার। দ্বাদশী যুক্ত ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল ও , বিংশোত্তোরী শুক্র র র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : R নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(ধনত্রয়োদশী তিথি মুহূর্ত । অতিরিক্ত বিবাহ।
অপমৃত্যু বিনাশ কল্পে যমদীপ দান। শ্রী শ্রী রাধা দামোদর পূজা।
শ্রী শ্রী শিরডী সাঁই বাবার প্রয়াণ দিবস।)

NOTICE

Notice to all concern that one original Gift Deed vide Deed No. 4254/1995 dated 29/09/1995 in the name of **Sri Somnath Ghosh** S/o. Late Rabindranath Ghosh (Donee), Registered at A.D.S.R., Sadar, Hooghly, concern to the "Danga at present Viti" Land of 2 Katha 30 Sq.Ft. lying under Kodalia-I G.P., P.S. Chinsurah, District Hooghly, Mauza Simla, J.L. No. 16, under L.R. Khatian No. 1161/4, Dag No. R.S. 1714 and Hal L.R. 1765, which was lost. In this regard a missing GDE No. 889, dated 16/10/2025 under P.S. Chinsurah, Hooghly is lodged. At present my clients **Sri Somnath Ghosh** S/o. Late Rabindranath Ghosh R/o. Moynadanga, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, is the present owner of the above property. If any person, Bank or Financial Institution having any objection, claim, demand or information against the above property or about above original lost Gift Deed please intimate the undersigned in writing with supporting within 14 days from this publication. No claim and demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person/s or authority by the strength of this loss Gift deed, shall be deemed to be null and void & the above mention property is free from all encumbrances and liens.

Tapas Kumar Mondal (Advocate)
Judges' Court, Chinsurah, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিহার ভোট ঘিরে চার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহার বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। আগামী ৩ অক্টোবর এই সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেন্ট্রাল এক্সসাইজ বিভাগ সহ অন্যান্য শুল্ক দপ্তর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। ভোটের সময় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে টাকা, মদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিহারে প্রবেশ করতে না পারে তা নিয়েই এই বৈঠক বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এই চার রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, ভোট চলাকালীন বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, টাকা, মদ ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার রুখতেই বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ানো হবে টহলদারি, চেকপোস্ট ও গোয়েন্দা তৎপরতা।

সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন চার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছাড়াও মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেন্ট্রাল এক্সসাইজ ডিপার্টমেন্ট এবং শুল্ক দপ্তরের প্রতিনিধিরা। কমিশন ইতিমধ্যেই সব রাজ্যকেই নির্দেশ দিয়েছে, ভোটের আগে আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করতে।

বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মণ্ডপসজ্জা, উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: বাংলার সংস্কৃতিকে কালীপুজোর মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরে চমক দিল নিউটাউনের তীর্থঙ্কর হাউজিং কালীপুজো কমিটি। তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ও হিন্দু প্রকষ্ঠের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভ সভাপতি অমরনাথ প্রসাদের উদ্যোগে হওয়া এই কালীপুজোর শুভেচ্ছা কামনা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বার্তা পাঠিয়েছেন। শুক্রবারই এই পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ সহ অন্যান্যরা। পুজোর দিনগুলিতে যেমন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেমনই প্রায় হাজারের বেশি মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন অমরনাথ প্রসাদ। ষষ্ঠতম বর্ষে তালপাতার হাতপাখার, কুলো, মাদুর, গামছা, ঝুড়ি এবং বাংলার হারিয়ে যেতে চলা হস্তশিল্প ও চিত্রশিল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। সঙ্গে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোকসজ্জা। মণ্ডপ প্রাঙ্গণে অমরনাথ প্রসাদ বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। বারবার বিজেপিরা বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টির উপর আঘাত হানার চেষ্টা চলছে। এই মণ্ডপসজ্জার মধ্যে দিয়ে বিজেপি বাংলা বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং - ১০০০- ১৫/২২/২০২৪ -এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রী অরুন কুমার বিশ্বাস ওরফে অরুন বিশ্বাস, পিতা- মৃত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জেলা - নদীয়া,থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর. ১৪১,৪৭৮,৪৭৯,৪১৮৪,৮২৯৪ নং খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ৬০৬৩ নং এল.আর. ৮৯০০ নং দাগে ০.১৩ একর বা ১৩ শতক সম্পত্তির ১/৫ অংশ সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের কৃষ্ণধন সেন লেনস্থিত ০৬ নং হোল্ডিংভূক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী- ১৯.০৭.২০১৮ তারিখে আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-৭৬/২০১৮ নং রেজিষ্টিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রীমত্যা অঞ্জলী বিশ্বাস, স্বামী- মৃত নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, পিতা - মৃত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং - শান্তিনগর,বিবেকানন্দ রোড, পোঃ-বার্নপুর,থানা - হীরাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন নং -৭১৩৩২৫-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি শ্রী অরুন কুমার বিশ্বাস ওরফে অরুন বিশ্বাস গত ইং- ১০.০৯.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৯৪১১/২৫ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ১) শ্রীমতি দেবযানী ঘোষ (সরকার), পেশা- ব্যবসা,স্বামী - শ্রী অনির্বান ঘোষ, ২) শ্রীমতি তন্দ্রা ঘোষ, স্বামী - শ্রী অমর কুমার ঘোষ, ১-২ নং-এর সাং - বাঘাডাঙ্গা, শরৎ সরনী, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং -৭৪১১০১,৩) শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস,স্বামী - শ্রী অরুন বিশ্বাস, সাং - সাধক রাম প্রসাদ রোড, পোঃ - কৃষ্ণনগর,থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১, ৪) শ্রী তুহিন চ্যাটার্জী, পিতা- মৃত অনন্তলাল চ্যাটার্জী, সাং - সতীন সেন রোড, পোঃ - কৃষ্ণনগর,থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১-কে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ৭৯৭০ নং এল.আর. ১৪১,৪৭৮,৪৭৯,৪১৮৪,৮২৯৪ নং খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ৬০৬৩ নং এল.আর. ৮৯০০ নং দাগে ০.১৩ একর বা ১৩ শতক সম্পত্তির ১/৫ অংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে দেবযানী ঘোষ (সরকার), শ্রীমতি তন্দ্রা ঘোষ,শ্রীমতি অর্পিতা বিশ্বাস, শ্রী তুহিন চ্যাটার্জী স্থানীয় কৃষ্ণনগর- ১ B.L.&.L.R.O অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় B.L.&.L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Adovcate, Krishnagar Judges' Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং - ১০০০- ১৫/২২/২০২৪ -এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রী অরুন কুমার বিশ্বাস ওরফে অরুন বিশ্বাস, পিতা- মৃত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জেলা - নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর. ৪৭৯,১০৭৫৩, ৫৫৩৭ নং খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ৬০৬৩ নং এল.আর. ৮৯০০ নং দাগে ০.১৩ একর বা ১৩ শতক সম্পত্তির ২/৫ অংশ সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের কৃষ্ণধন সেন লেনস্থিত ০৬ নং হোল্ডিংভূক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী- ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-১০৫/২০১৮ নং রেজিষ্টিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা [illegible]

Prasenjit Das, Advocate, Krishnagar Judges' Court

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি, পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ তারিখ **১৭.০৭.২০২৫** এবং ০১.০৮.২০২৫ তারিখে দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ইংরাজি এবং একদিন বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সোকো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড** আনন্দধাম বিল্ডিং, ৪১/৪/১, ইস্ট হরিটাকিতলা রোড, পো- মাদরাল, জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১২৬ এবং এর ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ (১) শ্রী স্বপন দাস এবং শ্রীমতী সোমা দত্ত দালাল উভয়ের ঠিকানা (ক) আনন্দধাম বিল্ডিং, ৪১/৪/১, ইস্ট হরিটাকিতলা রোড, পো- মাদরাল, জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১২৬ (খ) ৩৪/এইচ, অভয় ব্যানার্জি রোড, পানিহাটি, ঘোলা বাজার, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১১১ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,৫৪,৪১,৪৮১.০০ টাকা (তিন কোটি চুয়ান্ন লাখ একচল্লিশ হাজার চারশ একাশি টাকা) ১৭.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা নিকট বকেয়া ৩,৫৪,৪১,৪৮১.০০ টাকা (তিন কোটি চুয়ান্ন লাখ একচল্লিশ হাজার চারশ একাশি টাকা) ১৭.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১৮ বর্গফুট বা ০৪.৮৯ শতক কমবেশি এবং জি-৩ তলা ভবন, এলআর দাগ নং ৪৯২, এলআর খতিয়ান নং ৭৬৬৬, মৌজা : মাদরেল হরতকিতলা ফাস্ট রোড, ওয়ার্ড নং ৩২-ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬।
দলিল নং ১-৯৯৪৭ তারিখ ১৭/১২/২০১৮। এডিএসআর নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি **শ্রী স্বপন দাস** পিতা প্রয়াত নিখিল চন্দ্র দাস এর নামে।

তারিখ - ১৪.১০.২০২৫, স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কালীপুজোর রাতে দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটগামী ভক্তদের জন্য ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলাতা: কালীপুজোর রাতে ভক্তদের সুবিধার্থে দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাট মন্দিরগামী যাত্রীদের জন্য বিশেষ মেট্রো পরিষেবার ব্যবস্থা করছে কলকাতা মেট্রো। সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ব্লু লাইনে বিশেষ আপ ও ডাউন ট্রেন চালানো হবে, জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

সেদিন মোট ১৪৪টি পরিষেবা (৭২ আপ ও ৭২ ডাউন) চালানো হবে, যেখানে সাধারণত ২৭২টি পরিষেবা চলে। প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭টা ৫৪ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত, এবং শেষ ট্রেন চলবে রাত ১০টা ৫১ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত। একইভাবে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেন।

গ্রিন লাইনে মোট ১২৪টি পরিষেবা (৬২ আপ ও ৬২ ডাউন) চালানো হবে। প্রথম ট্রেন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে ও ৬টা ৩২ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ভি থেকে ছাড়বে। শেষ পরিষেবা থাকবে রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে।

ইয়েলো লাইনে চলবে ৫২টি পরিষেবা, প্রথম ট্রেন সকাল ১০টা, শেষ ট্রেন বিকেল ৫টা ৫৪ মিনিটে। পার্পল লাইনে থাকবে ৪৪টি পরিষেবা, প্রথম ট্রেন সকাল ১০টা, শেষ বিকেল ৫টা ৪৯ মিনিটে।

অরেঞ্জ লাইনে চালানো হবে ৪০টি পরিষেবা, সকাল ৯টা ৫৫ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুজোর দিন ভিড় সামলাতে যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে সহজে যাতায়াত করা যায় ও কাউন্টারে ভিড় কমে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ৩১ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১২৬ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.10.2025, Vol.19, Issue No. 126, 12 Pages, Price 3.00

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

১১ বাগানের স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে প্রশ্ন, সমর্থকদের মাঠে চান মোলিনা

নভেম্বরে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে তৃণমূল ৬

‘মাননীয়ার সরকারের আঘাত হিন্দু ভাবাবেগে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন ,‘‘আজকাল ‘হিন্দু বিরোধী’ তকমা মুছে ফেলতে মাননীয়া নানারকম উদ্যোগের ঘোষণা করে চলেছেন। কখনো নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন, তো কখনো শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির কথা বলছেন। সবই অবশ্য সরকারি খরচে ও সরকারি নিয়ন্ত্রণে। ঠিক যেমন হিডকো অধীনস্থ ‘দীঘা জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র’, যাকে ওনার কথায় বলা হচ্ছে ‘জগন্নাথ ধাম’।’’

এরপরই তিনি কটাক্ষের সুরে লেখেন, ‘কথায় বলে না, কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষের স্বভাব কখনো পাল্টায় না। যতই আপনি মন্দির বানানোর ঘোষণা করুন না কেন, আপনি যে বদলাননি আর আপনার পক্ষে বদলানো সম্ভব নয়, তা আবার প্রমাণিত। আপনি এখনো সনাতনী ভাবাবেগকে কিভাবে হেয় করা যায় সেই দিকেই প্রাধান্য দেন, আপনার ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে।’

স্মার্টফোন কিনতে অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার

আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভেট দিদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর প্রাক্কালে রাজ্যের আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উৎসবের উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্যের প্রত্যেক আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ওই অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ভীষণ ভালো কাজ করেন। তাঁদের জন্য অসংখ্য মানুষ উপকৃত হন। তাই পুরস্কার স্বরূপ, তাঁদের কাজ আরও সহজ ও কার্যকর করতে স্মার্টফোন কেনার জন্য রাজ্য সরকার ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে।’ বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ৭২ হাজার আশাকর্মী রয়েছেন। তাঁদের কাজের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, নারী ও শিশু বিকাশ দপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মিরিক-সহ একাধিক এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পুলিশ, দমকল ও প্রশাসনের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। রাজ্য সরকার তাঁদের কাজের প্রশংসা জানাচ্ছে।’ এদিন জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো উদ্বোধনে গিয়ে বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনারও জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, কলকাতা দেশের নিরাপদতম শহর। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দিকে তাকান। সেখানে মেয়েরা থানায় গেলেও সুরক্ষা পান না। কিন্তু বাংলায় মানুষ শান্তিতে থাকে। বিরোধীরা বলেন, বাংলা সেফ নয়, তাহলে দিনভর রাস্তায় থেকে বিক্ষোভ করেন কীভাবে?’

শুক্রবার জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির পুজোয় করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর বক্তব্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করা হয়েছে। ‘দুর্ভাগ্যবশত, আমার কথার মানে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে,’ বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বহিরাগতরা এখানে ঢুকে বড় বড় বহুতল উঠছে আর তার জেরে স্থানীয় বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরদের নজরদারির নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এনকেডিএ চেয়ারম্যান পদে শোভন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ সাত বছর পর আবার প্রশাসনিক পদে ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। এত দিন এই পদে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভনের বৈঠকের পর মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই প্রশাসনিক দায়িত্ব পেলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর আদরের কাননের ঘর ওয়াপসির এটাই প্রথম ধাপ বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন মেয়র বলেন, ‘আমাকে দিদি আজ এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সর্বোতভাবে এই দায়িত্ব পালন করব। নিউটাউন, রাজারহাটকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।’

২০১৮ সালে মন্ত্রী ও মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। পরে ঘনিষ্ঠ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন, যদিও কিছু মাসের মধ্যেই দলত্যাগ করেন। এরপর থেকেই তাঁর তৃণমূলে ফেরার জল্পনা রাজনৈতিক মহলে তীব্র হয়।

ভুটানের জলে উত্তরে বন্যা!

মুখ্যমন্ত্রীর দাবির অনুসন্ধানে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুটান থেকে আসা জলেই উত্তরবঙ্গে এত বড় বিপত্তি! তাই এর ক্ষতিপূরণও ভুটানকেই দিতে হবে। সোমবার বিপর্যস্ত নাগরাকাটায় এমনটাই দাবি করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই দাবির প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে এবার খোঁজ নেবে বিদেশ মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে নানান বিষয়কে ঘিরে দু’দেশের সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ আছে। তবে জল নিয়ে তথ্য বিনিময় হয়েছে কি না, তা তিনি পরে জানাবেন।

প্রসঙ্গত, মমতা অভিযোগ করেন, ‘ভুটান থেকে নেমে আসা জলের কারণে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিখ, আমরা চাই তারা আমাদের ক্ষতিপূরণ দিক।’ দিল্লি তো কিছু করে না। সবটাই আমাদের

এমনটাই জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বন্যা ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়ে বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে যে বন্যা হয়েছে, তা নিয়ে হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই। খোঁজ নিয়ে জানাবো।’ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানান, জল- সহ করতে হয়। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই একটি ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনের জন্য জোর দিয়ে আসছি এবং আমি দাবি করছি যে পশ্চিমবঙ্গকে এর অংশ করা হোক।’ অর্থাৎ সরাসরি রাজ্যসরকারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির পিছনে অন্যতম কারণ ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন তৈরি না হওয়া।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

কেন্দ্রকে নোটিস সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: ডিজিটাল অ্যারেস্ট, সাইবার প্রতারণার মামলায় এ বার কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশে এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ ভাবে এতে নিশানা করা হচ্ছে বয়স্কদের। এই সংক্রান্ত একটি মামলা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শুনছিল শীর্ষ আদালত। সেখানে প্রতারণার বিশেষ কায়দা দেখে কেন্দ্রকে নোটিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মন্তব্য, ‘সাধারণ ভাবে আমরা রাজ্য পুলিশকেই এই ঘটনার তদন্ত করতে বলতাম। কিন্তু আমরা বিস্মিত, হতবাক। একে সাধারণ ভাবে নেওয়া যাবে না।’ সাইবার প্রতারণার মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

২১০ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রায়পুর, ১৭ অক্টোবর: একসঙ্গে ২১০ জন মাওবাদী এ বার আত্মসমর্পণ করলেন। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের জগদলপুরের হেডকোয়ার্টারে আত্মসমর্পণ করেন মাওবাদীরা। সঙ্গে অস্ত্রও জমা দেন তাঁরা। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার এই নিয়ে পর পর তিন দিন প্রায় ৪৫০ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেন। নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র নেতা-কর্মীদের বার বার মূলস্রোতে ফিরে আসার বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ছত্তীসগড়ের ১৯৭ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ করার বিষয়টি নিজেই জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বার্তা, আত্মসমর্পণ করে মাওবাদীরা যদি মূলস্রোতে ফিরতে চান, তবে সকলে স্বাগত। কেউ যদি অস্ত্র ছাড়তে না চান, তবে নিরাপত্তাবাহিনীর রোষের মুখে পড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারিও দেন শাহ।

রাজস্থানের খুনিরা ধৃত সল্টলেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেক থেকে গ্রেপ্তার রাজস্থানের তিন দুষ্কৃতী। পলাতক একজনের খোঁজে চলছে তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজস্থানের কুচমান এলাকার এক ব্যবসায়ীকে খুন করে ৪ দুষ্কৃতী কলকাতায় এসে গা ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ফুলবাগান এলাকায় পৌঁছলে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। পরে ধরা পড়ে তাঁরা। তবে বৃহস্পতিবারের এই অ্যাকশন ছিল একেবারে বলিউডি সিনেমার মতো।

সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা দৌড়ে সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলের একটি আবাসনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। এরপর সোজা পৌঁছে যায় আবাসনের চার তলায়। এই তিন দুষ্কৃতীর পিছু নেয় পুলিশও। সেখানে নিরাপত্তরক্ষীদের তাড়া খেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় সল্টলেকের ‘বেঙ্গল টেনিস অ্যাকাডেমির’ কাছে। এরপর সেখান থেকেই গ্রেপ্তার হয় এই দুষ্কৃতীরা। এদিকে সল্টলেক হায়াত হোটেলের কাছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে উদ্ধার হয় দুটি ব্যাগ। বৃহস্পতিবার যেখান থেকে রাজস্থানের ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই জায়গা থেকেই এই ব্যাগ উদ্ধার হয়। ওই ব্যাগ এই অভিযুক্তদের বলেই পুলিশের অনুমান। ব্যাগের মধ্যে কী আছে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে এই ঘটনার পর বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে কলকাতার মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে। কারণ, অন্য রাজ্য থেকে দুষ্কৃতীরা এসে এই রাজ্যে গা ঢাকা দিচ্ছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য তৈরি হয়েছে কি না তা নিয়েও।

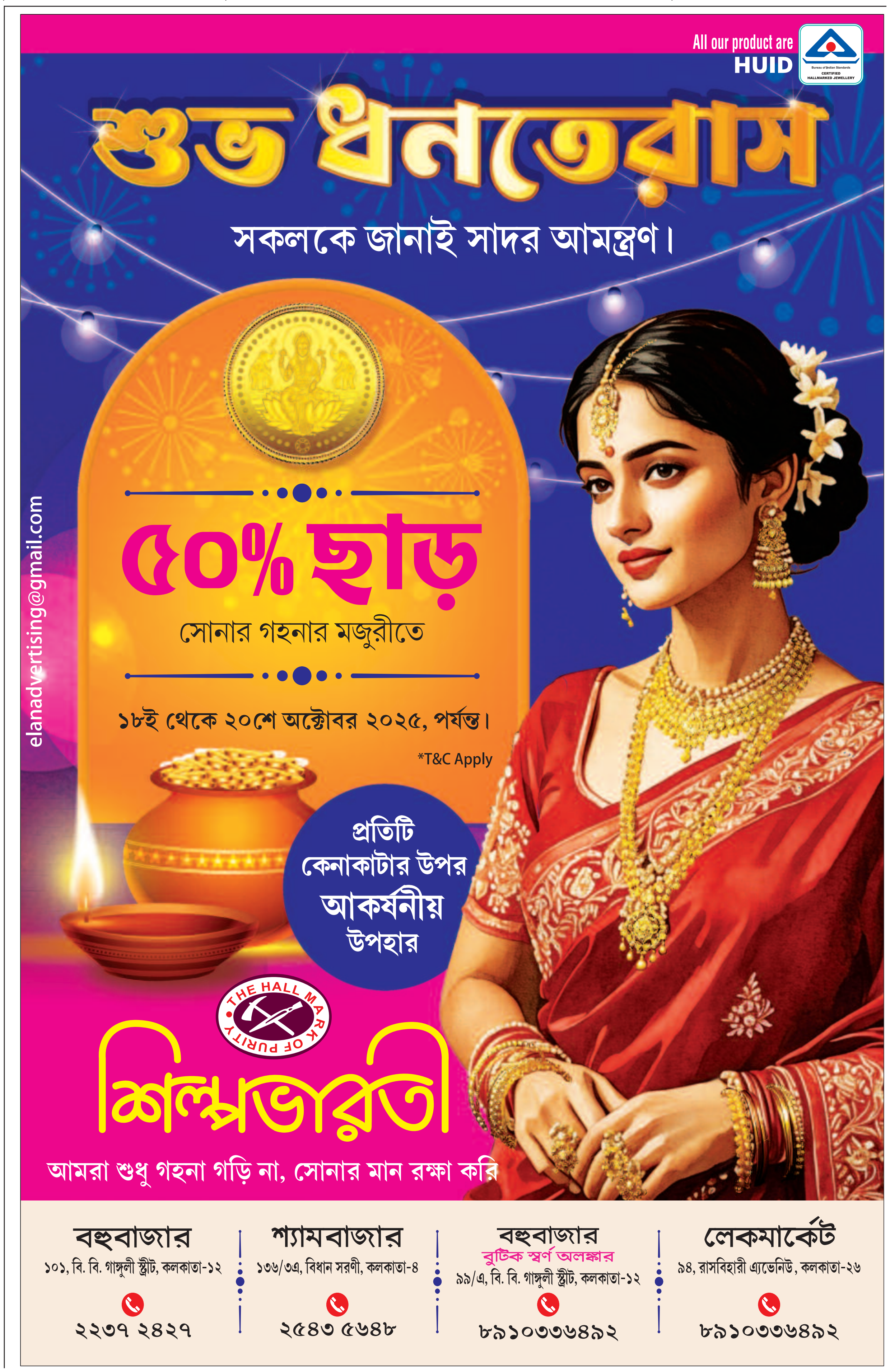

সম্পাদকীয়

কালীপুজোয় শব্দাসুর রুখতে কড়া নজরদারি কোথায়?

সামনেই কালীপুজো ও দীপাবলি। আর এই উৎসব আসলেই শহর কলকাতা ও রাজ্যবাসীর একাংশ ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন, সৌজন্যে শব্দবাজি। পুলিশ, প্রশাসন, আইন, আদালত থেকে নিয়ে আম জনতাকে সচেতনার পাঠ, কোনও টোটকাতেই নির্মূল করা যাচ্ছে না শব্দাসুরকে। ফেটে চলেছে শব্দবাজি। অথচ দেখুন নির্বিঘ্নে কালীপুজো ও দীপাবলি কাটাতে পুলিশ প্রশাসনের কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ, কত কড়া কড়া নিয়ম বিধি, আইনকানুন। কিন্তু নিট ফল সেই শূন্যই। কারণ, সেই নজরদারিটাই নেই। তাই অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে এরা। দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি কলকাতা পুলিশের নাকের ডগায়। পুলিশ অবশ্য সেসব দেখতে পায় না! তাঁদের বাধা গত, ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ধরা পড়লে তো! শব্দবাজি নাকি আগের থেকে অনেক কমেছে, দাবি পুলিশের। একদম ঠিক কথা, কমেছে। কিন্তু এই রোগ তো নির্মূল করা দরকার। তার জন্য চাই আরও নজরদারি। সেটা কোথায়? এবারও ঢাকঢোল পিটিয়ে ক'দিন আগে শব্দবাজি রুখতে শহরের পুজোকমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করে পুলিশ, প্রশাসন, পুরসভা, সিইএসসি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-সহ একাধিক কর্তৃপক্ষ। সেখানে অনেক কড়া কড়া কথা শোনা গেল। যেমন, কালীপুজোয় শহরে থাকছে কড়া নিরাপত্তা। শব্দ দানবকে রুখতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিধি মেনে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। বৈঠকের শেষে কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা বলেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে শহরে ফানুস ওড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শব্দবাজি ফাটালেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৈঠকে বহু পুজো কমিটি ফানুস নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত থানাকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়। সিপি জানান, শহরের সমস্ত বহুতল ও বড় আবাসনের উপর কড়া নজরদারি চলবে। কেউ নিয়মভঙ্গ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবটা হল ভুক্তভোগীরা আজ আর এসব দেখে শুনে খুব একটা ভরসা পান না, কারণ, গত কয়েক বছরে তাঁরা বুঝে গেছেন সবটাই লোক দেখানো বা আই ওয়াশ।

শব্দবাণ-৪১৬

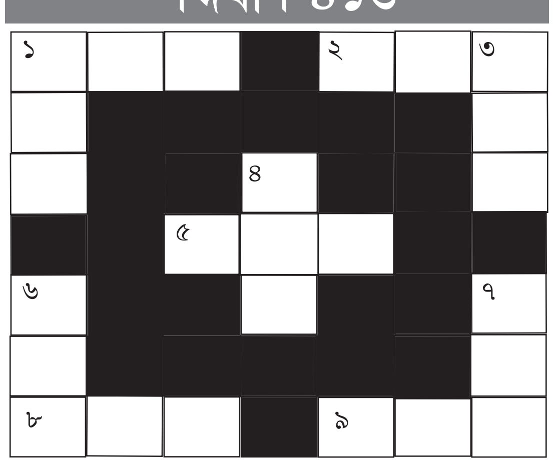

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পুলিশ ২. বাধা, বিঘ্ন ৫. স্বর্গীয় ৮. সংবাদপত্র বেতার টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচারমাধ্যম ৯. সদর দরজা, গেট।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্বপ্ন ৩. গায়ে তিল ফুলের চিহ্ন ৪. অহংকার, গর্ব ৬. নজর ৭. কুঙ্কুম; হিং।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৫

পাশাপাশি: ১. জলপ্লাবন ৪. তথ্য ৫. তিলেক ৭. ক্ষুরপ্র ৯. পাতা ১১. ভবতারণ।

উপর-নীচ: ১. জলভীতি ২. প্লাস ৩. নতচক্ষু ৬. কপোতাভ ৮. প্রকরণ ১০. সীতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

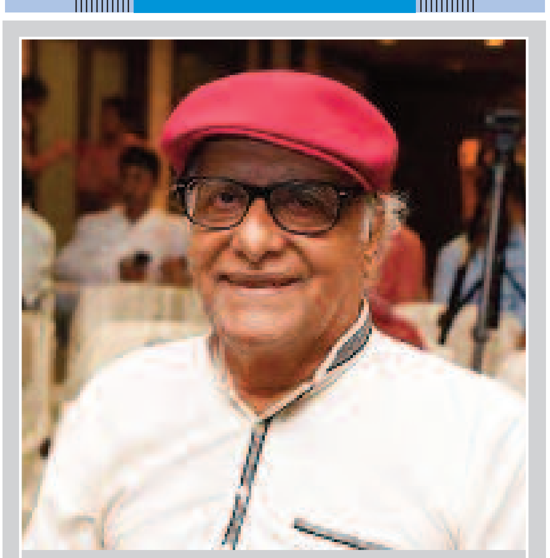

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এনডি তিওয়ারির জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট অভিনেতা ওম পুরীর জন্মদিন।*

আলো-আঁধারিতে দীপাবলি

বিজলি বাতির তীব্র ঝলকানিতে প্রদীপশিল্পীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে

নির্মল বিশ্বাস

একবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় শতকের প্রায় শেষ লগ্নে পৌঁছে বিশ্বয়ানের যুগে মানুষ একটু একটু করে ভুলে গিয়েছে প্রদীপ শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের কারুকার্য। আজ রাজ্যবাসী নিজেদের আর্থিক প্রাচুর্য দেখাতে টুনি বাল্বের আলোর ঝলকানিতে ঘর সাজাতে মেতে উঠেছেন। এ নিয়ে লিখেছেন নির্মল বিশ্বাস।

দীপাবলির অতীত জৌলুস আজ হারিয়ে যাচ্ছে।

মাটির প্রদীপে তেল দিয়ে সলতে পাকানো জ্বালানো আলো। এই পরম্পরা যদিও অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। যদিও নিয়ম রক্ষার জন্য হলেও আজ দু-চারটে জ্বালাতে হয়। এমন কী দীপাবলির আগের দিন

চতুর্দশীতে চোদ্দ প্রদীপও জ্বালানো হয়। গৃহস্থের মঙ্গল ও অপদেবতাদের গৃহ থেকে তাড়ানোর লক্ষ্যেই নাকি এই চোদ্দ প্রদীপ জ্বালানো হয়। আজ মাটির তৈরি প্রদীপ পাকানো সলতে জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করার বদলে মৌমবাতি, আজ আবার সেই জায়গা অনেক আগেই দখল করে নিয়েছে। এখনও দীপাবলির দিন মোমবাতি জ্বালানো হয়।

অথচ বছর কয়েক আগে এ রাজ্যের প্রদীপ শিল্পীরা ছিল আপামর বাঙালির চোখের মণি। বিভিন্ন ডিজাইনের প্রদীপ শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে দীপাবলির অন্ধকারময় রাত্রিকে আলোকিত করে তুলতো। কিন্তু এ রাজ্যের প্রদীপ শিল্পীরা আজও যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। যার একমাত্র কারণ রঙিন বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই। মাটির প্রদীপ বা মোমবাতির বিকল্প হিসেবে এখন জায়গা করে নিয়েছে রঙিন টুনি বাল্ব। আলোর উৎসব দীপাবলি এখন রঙিন আলোতে রাঙাচ্ছে। সাবেকি ঘরানা ছেড়ে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে দীপাবলির উৎসবে। রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে এখন অনেক কমদামে রমরমিয়ে চলছে টুনি বাল্বসহ বিভিন্ন আলোর বিক্রি। এই বিবর্তনের ফলে কয়েক হাজার মানুষের জীবন জীবিকা আজ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে

এসে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা দীপাবলিতে মাটির প্রদীপ ও বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি বানিয়ে অপরের বাড়িতে আলোকিত করতো তাঁরাই আজ আর্থিক সংকটে অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন।

তবে প্রদীপের বাজার আজ কমে গেলেও মোমবাতির বাজার ধরে রাখতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ রুলাল ও ক্রায়োজেনিক টেকনোলজি বিভিন্ন বাজারে নিয়ে এসেছে আধুনিক মোমবাতি ও অসাধারণ ধূপ। এই বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এই ধূপ ও মোমবাতি বিভিন্ন ফুলের নির্যাস দিয়ে তৈরি। ইতিমধ্যেই বাজারে পাঁচ হাজারের বেশি প্যাকেট মোমবাতি এসে গিয়েছে দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ মোমবাতিগুলি বাজারের অন্যান্য মোমবাতি থেকে দামি হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালির ক্রয় ক্ষমতা আয়ত্বের মধ্যে থাকছে। তবে দুঃখের বিষয় এতো বছর ধরে দীপাবলির আনন্দকে যাঁরা রঙিন করে রেখেছেন তাঁদের কথা ভাবার ফুরসত নেই প্রশাসনের।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের বাজারগুলিতে চল্লিশ টাকা থেকে পাঁচশো বা ছয়শো টাকার মধ্যে থাকা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলো পাওয়া যাচ্ছে। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে — এক সময় গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে মা-বোন ও গ্রাম্য বধূরা নিজস্ব হস্তশিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইনের প্রদীপ তৈরি করতেন। এখন তাঁরা সুখী গৃণকোণের গৃহবধূ হিসেবে বন্ধ করে দিয়েছেন প্রদীপ তৈরির শিল্পকর্ম। কারণ, গৃহকর্তা এখন অনেক সস্তায় খোলা বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের রেডিমেড আলো কিনে এনে নিজ গৃহ আলোকিত করছেন। প্রতি বছর পুজোয় দীপাবলির মরসুমে উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় দশ হাজার মৃৎ শিল্পীর জীবন এখন প্রদীপের নীচে থাকা অন্ধকারের মতো। গত কয়েক বছরে মাটির দাম বেড়ে গিয়েছে প্রায় পাঁচগুণ। সেই অনুপাতে মাটির প্রদীপের দাম খুব একটা বাড়েনি। আগে এক গাড়ি (লরি) মাটির দাম ছিল ৩,২০০ (তিন হাজার দুশো) টাকা এখন তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশো) টাকা। এই অসহনীয় সমস্যার মধ্যে পূর্ব-পুরুষের পেশাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ধরণের প্রদীপ তৈরিকরে চলেছেন। চতুর্মুখী, পঞ্চমুখী সহ বিভিন্ন ধরণের প্রদীপ শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেই নয়, অন্য রাজ্যেও বেশ চাহিদা রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে মাটির প্রদীপের জায়গা দখল করে নিচ্ছে অত্যাধুনিক সস্তায় বৈদ্যুতিক টুনি বাল্বের আলো। সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই বাজারে অতি আধুনিক বিদেশি আলো চলে আসায় প্রদীপ শিল্পীরাও ভুলতে বসেছে তাঁদের নিজস্ব শিল্প নৈপুণ্য। ক্রেতা না পেলে তাঁদেরকেই ছুটতে হয় বিভিন্ন ধরণের পেশার সন্ধানে। অন্যদিকে এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ মাটির প্রদীপ ও মোমবাতি কেনার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছেন। মাটির প্রদীপ শিল্পীদেরও সাংসারিক নানান সংকটকে মুখে পড়তে শুরু করেছেন। ফলে এতদিন যাঁরা দীপাবলির সময় প্রদীপ ও মোমবাতি তৈরি করে সারা বছরের অন্নের সংস্থান করে নিতেন। আজ সেই প্রদীপ শিল্পীদের জীবনে নেমে এসেছে অর্ধাহার বা অনাহারের মতো বিভীষিকা।

মাটির প্রদীপ ও মোমবাতি তৈরি করার সঙ্গে নিযুক্ত সারা রাজ্যে কয়েক হাজার মৃৎ শিল্পী বা কারিগরদের অভিযোগ, তাঁদের নিজস্ব শিল্পের গুণে অত্যাধুনিক প্রদীপ বানালেও সেগুলির চাহিদা তেমন একটা বাড়ছে না। কারণ, অত্যাধুনিকতার টানে মানুষ এখন রঙিন চাইনিজ টুনি বাল্ব ও এল ই ডি লাইট বা আলো দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ সব থেকে বেশি। তাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজারে মোমবাতি তৈরির সূতো তেকে তারপিন তেলসহ একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এখন আকাশ ছোঁয়া। তাই মোমবাতির মূল্য অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর সামান্য কিছুটা বেড়েছে। সে তুলনায় আধুনিকতার যুগে প্রদীপের তেল, সলতে তৈরির সহ নানা ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য রঙিন টুনি বাল্ব ও এল ই ডি বাল্ব বা আলোর ঝলকানিতে ঘর সজাতে মেতে উঠেছেন সকলেই।

সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের প্রাচুর্যের কাছে বলি হচ্ছে মৃৎ প্রদীপ শিল্প। আর এই সুযোগেই ফুলে ফেঁপো উঠছে অত্যাধুনিক চাইনিজ আলোক নির্মাণ ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া প্রদীপ কিংবা মোমবাতি নির্মাণের জন্য যে খরচ হয়, তার থেকে অনেক কম খরচ হয় চাইনিজ আলো তৈরি করতে। তাই কমদামে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে অত্যাধুনিক আলো। বিশ্বায়নের যুগে এ রাজ্যের কয়েক হাজার প্রদীপ শিল্পী হয়তো একদিন কালের অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবেতাঁদের পরাম্পরাগত শিল্প নৈপুণ্যের ইতিহাস।

আজ এইসব শিল্পীদের জন্য যদি সরকার ও প্রশাসন একটু সচেতন হন তাহলে আজকে এই শিল্পীদের পরিবারগুলো হয়তো বেঁচে যেতেন। কিন্তু তাঁদের কথা ভাবার সময় নেই প্রশাশনের। কারণ অত্যাধুনিক টুনি ও এল ই ডির বাল্বের ঝলকানি ও রোশনাইয়ের আলোর নীচে মিটমিট করা প্রদীপ ও মোমবাতির আলো এই সভ্যতায় মানুষের দৃষ্টি আসে না।

ফলে হারিয়ে যাচ্ছে প্রদীপ শিল্পীদের শিল্পী নৈপুণ্য। তাঁদের তৈরি প্রদীপের স্থানগুলি পূরণ করতে এক দীপাবলির আনন্দে জৌলুস মাতিয়ে তুলতে বাজারে ছেয়ে গিয়েছে অত্যাধুনিক চাননিজ রঙিন টুনি বাল্ব ও এল ই ডি-আলোতে।

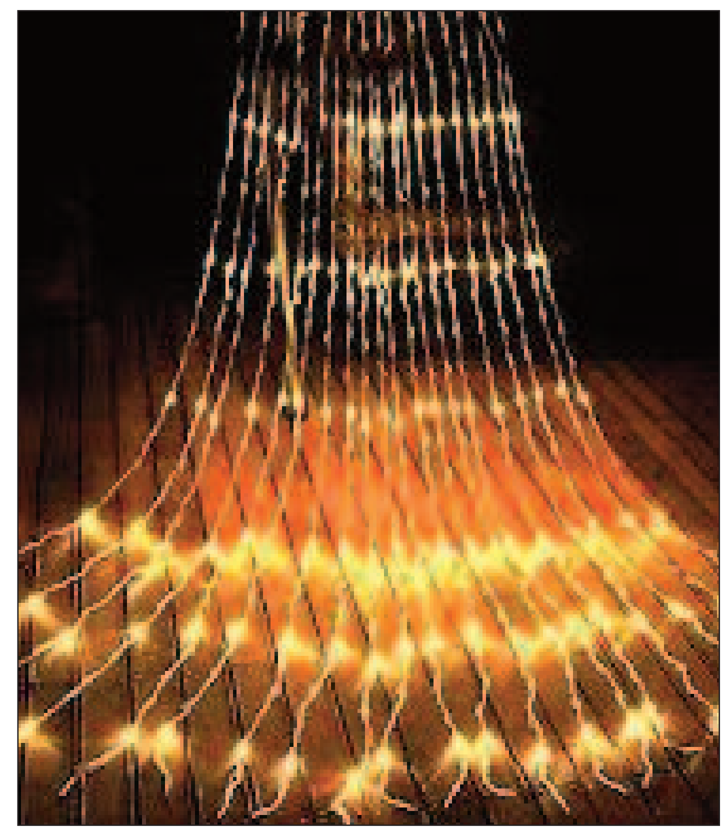

বিষ্ণুর অবাধ্য পুত্র নরকাসুর এবং বামাচার সাধনার বিকৃতি

শুভজিৎ বসাক

কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয় নরক চতুর্দশী বা ছোট দীপাবলি উৎসব। তার পরদিন, অমাবস্যা তিথিতে দশমহাবিদ্যা কালীকে সাধনা করার মাধ্যমে দীপাবলি উদযাপিত হয়। চমকপ্রদ তথ্য হলো, এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নরকাসুর ছিলেন এক শক্তিশালী অসুর, যিনি রামজায়া সীতার ভাই এবং স্বয়ং ভূ-দেবীর পুত্র।

১) নরকাসুরের জন্ম, সীতা ও জনকের যোগসূত্র

ত্রেতাযুগে হিরণক্ষ যখন পৃথিবী অর্থাৎ ভূ-দেবীকে হরণ করার জন্য আক্রমণ করেন, সেই সময় বিষ্ণুর বরাহ অবতার তাঁকে রক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে সেই ভূ-দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর ভূমিদেবী গর্ভবতী হন। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে দেরি হওয়ায় তিনি বিষ্ণুর উপাসনায় বসেন। বিষ্ণু এসে ভূমিদেবীকে অনুরোধ করেন যে সেই সন্তান সঠিক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে, সুতরাং এখন সেই সন্তানকে গর্ভেই ধারণ করে রাখতে হবে। সময় এলে তাঁকে রাজা জনকের কাছে গিয়ে সেই সন্তানের জন্য বলতে হবে।

যথাসময়ে ভূমিদেবী জনকের কাছে গেলে রাজাকে তখন সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। সেই সময় ভূমিদেবী জনককে জানান যে খুব শীঘ্রই তাঁর ঘরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হবে। সেভাবেই মাটির তলদেশ থেকে সীতার জন্ম হয়। এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভূমিদেবী রাজাকে জানান যে ভবিষ্যতে তাঁর এক পুত্রসন্তানকেও তাঁকে লালন পালন করতে হবে, এবং রাজা সেই কথায় সম্মতি দেন।

কালক্রমে, সীতার কারণে রাম-রাবণের যুদ্ধের পরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ভূমিদেবী পুনরায় গর্ভবতী হয়ে জনকের কাছে এসে অতীতে রাজার দেওয়া কথা স্মরণ করান, এবং জনক তা স্বীকার করে নেন। এবারেও মাটি থেকে ভূমিদেবীর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। যখন জনক প্রথম তাকে দেখেছিলেন, শিশুটি একটি শবদেহের নরমুন্ডের ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল। সেই থেকে ভূমিদেবীর পুত্রের নামকরণ হয় নরক। নরককে ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় ভূমিদেবী জনকের রাজপ্রাসাদেই দেবী কাত্যায়নী রূপে বিরাজ করছিলেন।

২) প্রাগজ্যোতিষপুর জয় ও আসুরিক পতন

এদিকে নরক সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বড় হতে থাকলে জনকের মনে চিন্তা হয় যে তাঁর রাজ্যপাট ভূমিদেবীর সন্তান দখল করে নিতে পারে। এই কথা ভূমিদেবী জানতে পারলে তিনি নরককে নিয়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে প্রাগজ্যোতিষপুর;যা আজকের কামরূপ কামাখ্যা নামে পরিচিত;সেখানে নিয়ে চলে আসেন এবং জনকের কাছে তাঁর আসল পরিচয় জানান। নরক প্রমাণ চাইলে ভূমিদেবী বিষ্ণুকে স্মরণ করেন এবং বিষ্ণু এসে সমস্ত সত্য নরকের কাছে তুলে ধরেন।

প্রাগজ্যোতিষপুর এসে নরক সেখানে বসবাসকারীদের হারিয়ে তার দখল নেয়। বিষ্ণু তাকে সতর্ক করেন যে দেবী কামাখ্যা এখানে বসবাস করেন, তাই তাঁর প্রতি ভক্তিভাব যেন কখনও না কমে। পিতার কথা নরক মান্যতা দিলেও, কালক্রমে অসুরদের সাথে তার সখ্যতা বাড়ে। দৈবিক ভাব ভুলে সে ক্রমশ নরকাসুর হয়ে ওঠে। আসুরিক প্রবৃত্তির জেরে কামাখ্যাদেবীর ওপর তার ভক্তিভাব কামনায় পরিণত হয়। এই সময়ে সে কামাখ্যাদেবীর ধ্যান করে তাঁকে আহ্বান করে এবং তিনি দেখা দিলে, তাঁকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

কামাখ্যাদেবীও তাকে জানান যে নীলাচল পর্বত, যেখানে তিনি বাস করেন, সেই শিখর থেকে পাদদেশ অবধি একরাতের মধ্যে এবং সূর্যোদয়ের আগে মোরগের ডাক শোনার পূর্বেই একটি লম্বা সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। অহংকারী নরকাসুর দাবিমত কাজ শুরু করে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সেই সময় কামাখ্যাদেবী ছলনার আশ্রয় নিয়ে একটি মোরগের ডাক শুনিয়ে সেই কাজ ভঙ্গ করেন। নরকাসুর কথা রাখতে না পেরে যখন ফেরত চলে আসে, তখন দেখতে পায় যে রাত শেষ হতে তখনও সময় বাকি। সম্পূর্ণ ছল বুঝে সে সকালে যে মোরগটি রাজপ্রাসাদ চত্বরে ডেকে ওঠে, তাকে হত্যা করে। সেই স্থানটি আজ কুকুরাকটা নামে পরিচিত। এরপর নরকাসুর পাহাড়ে কামাখ্যাদেবীর পুজো নিষিদ্ধ করে দেয়।

৩) নরকাসুর বধ ও নরক চতুর্দশীর তাৎপর্য

এর বেশ কিছু বছর পরে বশিষ্ঠ মুনি কামাখ্যাদেবীর সাধনার জন্য সেখানে উপস্থিত হলে নরকাসুরের সেনারা তাঁকে এগোতে বাধা দেয়। ক্রুদ্ধ মুনি নরকাসুরকে অভিশাপ দেন যে কামাখ্যাদেবী দশমহাবিদ্যা সহ সেই স্থান ছেড়েই চলে যাবেন। এরপর নরকাসুর মন্দিরে ছুটে গিয়ে মুনির সত্যতার প্রমাণ পায়। ক্ষমতালোভী নরকাসুর ব্রহ্মাকে তপস্যায় তুষ্ট করে অমরত্বের বর প্রার্থনা করে। সেই বর না পেয়ে, সে বদলে তার মায়ের হাতেই মৃত্যুর বর চাইলে ব্রহ্মা সেটিই তাকে প্রদান করেন। সেই বরের সুযোগে নরকাসুর স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে এবং সমস্ত দেবী ও মহিলাদের আটক করে।

এই সময়ে দ্বাপর যুগ শুরু হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় রাজা সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামার সাথে, যিনি অতীতে ভূমিদেবী ছিলেন এবং দ্বাপরে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। দেবতাদের এমন দুর্দশার কথা বিষ্ণুকে জানানো হলে তিনি তাঁর অবতাররূপ কৃষ্ণের কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ সব শুনে নরকাসুরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং যাওয়ার সময়ে বারংবার আর্জিতে সত্যভামাকে সঙ্গে নেন। যুদ্ধে একটা সময়ে কৃষ্ণ নরকাসুরের অস্ত্রের আঘাতে সংজ্ঞা হারানোর ছলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, রাগে সত্যভামা নরকাসুরকে পাল্টা শেল বিদ্ধ করেন। সেই আঘাতে সে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, ব্রহ্মার বরটি যে ছল ছিল তা ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে পড়ে। তখন কৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে জানান যে সত্যভামাই তাঁর অতীতের মা, অর্থাৎ ভূমিদেবী, এবং এইভাবেই কার্তিক মাসের অমাবস্যার আগে চতুর্দশীর মুহূর্তে নরকাসুর বধ হয়।

যেহেতু নরক ছিল ভূমিদেবীর পুত্র, তাই পাতালগহ্বরকে নরক বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, সেই যুদ্ধ বিজয়ে আসুরিক প্রবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে দৈবিক মুহূর্তের আনন্দ উদযাপনের জন্য দীপ জ্বালিয়ে বিজয় পালন করা হয়। এই বিজয়োৎসবই হলো নরক চতুর্দশী।

৪) বামাচার সাধনার আসল রহস্য

নরকাসুর বধের পরে সমস্ত মুনিরা বশিষ্ঠকে তাঁর শাপ তুলে নিতে অনুরোধ করলে তিনি সেটি তুলে নেন। তখন থেকে বামাচারে কামাখ্যাদেবীর উপাসনার প্রচলন হয়।

এ প্রসঙ্গে আসল বলি পদ্ধতির রীতির কথাও প্রাসঙ্গিকতার সাথে উঠে আসে। দেবীকে মাছ নৈবেদ্য স্বরূপ দেওয়া হলেও, বাস্তবে বামাচার পদ্ধতিতে আরাধনা মানে আমাদের শরীরে উপস্থিত সাতটি কুণ্ডলিনী চক্রের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। অর্থাৎ তলদেশে মূলাধার চক্রের সাথে শীর্ষে অবস্থিত সহস্রাধার চক্রের যোগস্থাপনা, যেখানে শিবের অবস্থান ধরা হয়। এই গোটা যোগক্রিয়াটিকে মাছের ঊর্ধ্বমুখী গতির সাথে তুলনা করা হয়; মাছ যেমন স্রোত কেটে উপরে ওঠে, তেমনই কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতিটি চক্রের বাধা অতিক্রম করে সহস্রারে যোগ স্থাপন করে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যতা না জানার ফলে, এখানে তো বটেই, একইসাথে কালীপুজোর মতো আরাধনায় বিকৃত বামাচার সাধনা উপস্থাপিত হয়। যেখানে কোনো কারণ ছাড়াই গবাদি পশুদের বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এভাবে কত পৌরাণিক ইতিহাস চাপা পড়ে গিয়েছে আর সেসব কিছু প্রতিস্থাপিত হয়েছে মনগড়া পদ্ধতির মাধ্যমে, যা আরাধনাকে নিছক ভোগ উপভোগের পর্যায়ে পর্যবসিত করেছে।

‘গুগল অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫০০ কোটি বিনিয়োগ করছে, বাংলায় শুধু দুর্নীতি আর বেকারত্ব’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতির বেহাল দশা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লেখেন, টাটা থেকে গুগল; বিনিয়োগের মানচিত্রে নেই বাংলা! যে বাংলার মাটিতে একদিন শিল্পের আলো জ্বলেছিল, আজ সেই মাটিতে অন্ধকার। অন্ধ্রপ্রদেশে গুগলের সাম্প্রতিক ১৫০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশে গুগল ১৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চাকরি পাবে, চারদিকে নতুন ব্যবসা, নতুন স্বপ্ন! আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে?

তৃণমূল শাসনে শিল্প-বিনিয়োগে ভরাডুবি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে শমীক লিখেছেন, কারখানা বন্ধ, চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার! এসএসসি দুর্নীতিতে যুবকের হাতে বইয়ের বদলে রায়ের কপি, যোগ্যতার বদলে পার্টির চিঠিই নিয়োগপত্র।

রাজ্যের যুবসমাজের হতাশা তুলে ধরে বিজেপি সাংসদর বক্তব্য, আজকের বাঙালি যুবকরা জানে এই শাসনে পরিশ্রম নয়, তোষণই পুরস্কার। এই বাংলার সন্তানরা আর সহ্য করবে না এই অপমান।

শেষে শমীক ভট্টাচার্যের আহ্বান, বিনিয়োগ চাই, কর্মসংস্থান চাই, দুর্নীতিমুক্ত ভবিষ্যৎ চাই। সময় এসেছে; এই অপশাসনের ইতি ঘটিয়ে নতুন আশার বাংলা গড়ার!

পাহাড়ে ধস আটকাতে মুখ্যমন্ত্রীর ‘ম্যানগ্রোভ-নিদান’, ভূগোল-বিরোধী ভাবনা বলে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভয়াবহ ধসে বিপর্যস্ত পাহাড়ে উদ্ধার ও পুনর্গঠন পর্ব চলছে। এর মধ্যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেন, কংক্রিটের প্রোটেকশন ওয়ালে আর কাজ হবে না। প্রকৃতিকে দিয়েই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। তাঁর নির্দেশ, পাহাড়ি নদীর তীর বরাবর ম্যানগ্রোভ ও ভেটিভার ঘাস লাগানো হোক, যাতে ভবিষ্যতে ভূমিধসের ক্ষতি কমানো যায়।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ নিয়েই শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। পরিবেশবিদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলছেন, ম্যানগ্রোভ গাছের জন্য প্রয়োজন নোনা জল ও উপকূলীয় মাটি; যা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে নেই। তাঁদের মতে, ম্যানগ্রোভ মূলত সুন্দরবনের মতো লবণাক্ত মাটিতেই জন্মায়। পাহাড়ে মিষ্টি জলের নদী ও ঢালু জমিতে ম্যানগ্রোভ টিকে থাকা অসম্ভব।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির অধ্যাপক মনোরঞ্জন চৌধুরী বলেন, এই অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ চাষ কার্যত অসম্ভব। আমাদের মাটি নোনা নয়। তবে ভেটিভার ঘাস লাগানো যেতে পারে; এর শিকড় গভীর, ভূমিক্ষয় কিছুটা রোধ করতে পারে। এই বিতর্কে রাজনৈতিক সুরও স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বোটানির অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ম্যানগ্রোভ পাহাড়ে লাগাতে বলছেন, মানে তিনি ভূগোল ও বোটানির নতুন সংজ্ঞা লিখতে চলেছেন! উত্তরবঙ্গে ওই মাটিই নেই।

বন দপ্তরের মধ্যেও নাকি দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। এক আধিকারিকের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা পর্যালোচনা করা হবে। কোথায় কোথায় তা বাস্তবায়ন সম্ভব, আগে সেটা দেখতে হবে। উল্লেখ্য, সুন্দরবন এলাকায় নদীভাঙন রুখতে ম্যানগ্রোভ গাছ সফলভাবে কাজ করেছে। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের জলবায়ু ও মৃত্তিকা একেবারেই ভিন্ন। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ‘ম্যানগ্রোভ-নিদান’ ভালো উদ্দেশ্য হলেও, বাস্তবে তা কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব।

ধনতেরাস: সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের আহ্বান

সনাতন ধর্মে দীপাবলির সূচনা হয় ধনতেরাস দিয়ে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পালিত এই দিনটি ধন ও সৌভাগ্যের প্রতীক। ‘ধন’ মানে সম্পদ এবং ‘তেরস’ অর্থ ত্রয়োদশী। তাই এই দিনটিকে ধন ও সমৃদ্ধির আরাধনা হিসেবে দেখা হয়। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় এই দিনেই ধন্বন্তরি দেব অমৃতভর্তি কুম্ভ হাতে আবির্ভূত হন। তিনি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের দেবতা হিসেবেই পূজিত। আবার একটি কিংবদন্তি বলে, রাজা হিমের স্ত্রী দীপ ও স্বর্ণভূষণে শয্যা সাজিয়ে যমরাজকে দূরে রাখেন, সেই থেকে যমদীপদানদ প্রথার সূচনা হয়। ধনতেরাসে দেবী লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরি-র পূজা করা হয়। মানুষ বিশ্বাস করে, এই দিনে নতুন কিছু কেনা; বিশেষত সোনা, রূপা বা বাসনপত্র; শুভ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে, প্রদীপ জ্বেলে, নতুন সূচনার প্রার্থনায় মানুষ একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়। আজকের দিনে ধন্তেরাস ধর্মীয় আচার ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন ব্যবসা, বিনিয়োগ বা পরিবারের আর্থিক পরিকল্পনার শুভ সূচনা হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতির পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *ছবি: অদিতি সাহা*

নভেম্বরে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে তৃণমূল

আসন বাড়বে, কমবে না, আত্মবিশ্বাসী অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিহারের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে তপ্ত হাওয়া বইছে। তবে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এতে মোটেও বিচলিত নয়। বরং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, কমিশন যতই নাম বাদ দিক না কেন, তৃণমূলের আসন একটাও কমবে না, বরং বাড়বেই।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাতে আগামী নভেম্বরে শহিদ মিনারে এক বৃহৎ জনসভা আয়োজনের পরিকল্পনা নিচ্ছে তৃণমূল। দিন ঠিক হতে পারে ১৬ বা ১৭ নভেম্বর। সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেনই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিও সম্ভাবনা প্রবল। প্রাথমিকভাবে ২ নভেম্বর সভার কথা ভাবা হলেও, ওই দিনে অন্য অনুষ্ঠান থাকায় তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, কমিশন যতই নাম বাদ দিক, বিজেপি যতই কৌশল আঁটে, তৃণমূলের ভোটের ব্যবধান ৭ থেকে ৭.৫ শতাংশের মধ্যেই থাকবে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি সামান্য কিছু ভোট পেলেও তা আসবে বামেদের

ক্ষতি করে, তৃণমূলের নয়। তিনি আরও যোগ করেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে আমরা ভয় পাই না। কারণ তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

অন্যদিকে, বিরোধীদের দাবি, রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ১২ থেকে ১৫ হাজার মৃত ভোটারের নাম এখনো রয়ে গেছে, যেগুলি সরানো হলে তৃণমূলের বহু আসন নড়বড়ে হয়ে পড়বে। তবে তৃণমূলের অন্দরমহলেই দাবি উঠছে; বাস্তবে 'এসআইআর গর্জন' যতই হোক, সংগঠনের জোরেই ভোটের ময়দানে সুবিধা পাবে দল।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নিজে প্রার্থী হবেন কি না, এই প্রশ্নে অভিষেক বলেন, দলই সিদ্ধান্ত নেবে। আপাতত সংসদেই সক্রিয় থাকতে চাই, কারণ আগামী তিন-চার বছর সংসদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বিধানসভায় জোটের প্রয়োজন নেই। প্রস্তাব এলেও তা গ্রহণের কোনও কারণ দেখি না। অভিষেকের মতে, ২০২১ সাল থেকে রাজ্য রাজনীতি দ্রুত মেরুকরণের দিকে এগিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনে তা আরও তীব্র হবে। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি এখন এসআইআর-কেও মেরুকরণের অস্ত্র বানাতে চাইছে। কিন্তু তৃণমূল মানুষকে সঙ্গে নিয়েই রাজপথে লড়বে' এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভোটের দিন জনগণের রায় আবারও তৃণমূলের পক্ষেই পড়বে।

সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ, স্বস্তিতে ডিজি রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বড় স্বস্তিতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সারদা চিটফান্ড দুর্নীতি মামলায় তাঁর আগাম জামিন বহাল রাখল শীর্ষ আদালত। তাঁর আগাম জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআইয়ের করা আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দেয়। তবে রাজীবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা বহাল থাকছে। আর তার উপর নির্ভর করবে আগাম জামিনের ভবিষ্যৎ।

সারদা-কাণ্ডের তদন্তে রাজ্য সরকারের তৈরি সিটের সদস্য ছিলেন রাজীব কুমার। সারদা চিটফান্ড দুর্নীতির তদন্তে নেমে সিবিআই অভিযোগ করে, সিটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না রাজীব কুমার। রাজীব কুমারকে হেপাজতে চেয়ে পদক্ষেপ করে সিবিআই। এরপরই ২০১৯ সালের অক্টোবরে কলকাতা হাইকোর্ট রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। তাঁর আগাম জামিনের বিরোধিতা করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সেই আবেদন ৬ বছর পর খারিজ করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পাওয়া রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিনের বিরোধিতায় মামলা করতে গিয়ে উল্টে সুপ্রিম কোর্টেরই প্রশ্নের মুখে পড়ে সিবিআই। ছ'বছর ধরে কেন সিবিআই মামলা করার কথা ভাবল না, কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। কারণ, এই মামলায় নোটিস রুজু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৯ নভেম্বর। মাঝে ৬ বছর কেটে গিয়েছে। কোনও ইন্টারিম অর্ডারও এই ৬ বছরে আসেনি। তাই মামলা ডিসপোজ অফ করে সর্বোচ্চ আদালত। তবে পাশাপাশি এও জানানো হয়, মূল মামলার শুনানি তার নিজস্ব মেরিটে করা হবে। ৮ সপ্তাহ পর মামলার শুনানি। রাজীব কুমারের আইনজীবী ছিলেন বিশ্বজিৎ দেব, অভিষেক মনু সিংভি। সিবিআইয়ের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

এদিকে এদিন ফের তুষার মেহতা উল্লেখ করেন, সিবিআই অফিসারদের গ্রেপ্তারের কথা এবং জয়েন্ট ডিরেক্টরের বাসভবনে হামলার কথা। এসজি বলেন, গোটা সিস্টেম, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ওকে বাঁচাতে নেমে গিয়েছেন। বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তবে প্রধান বিচারপতি সে সব কথার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। উল্টে সলিসিটর জেনারেলের উপর কিছুটা বিরক্তই হন তিনি। জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছিলেন, সিবিআই তদন্তকারীদের আটক করা এবং সিবিআই অফিসারের বাসভবনে হামলা করার ঘটনার যে মামলা, তার সঙ্গে একসঙ্গে শোনা হোক এই মামলায়। যদিও সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি প্রথমে মানতে রাজি হননি প্রধান বিচারপতি।

এদিকে রাজীব কুমারের আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব পাল্টা সওয়াল করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সেরা আইপিএস অফিসারকে হেনস্তা করার জন্য, বদনাম করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে রাজীব কুমার এই আগাম জামিন পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁকে কুকুরের মতো ধাওয়া করা হয়েছে। কিন্তু অক্টোবর ২০১৯ থেকে একবারও ডাকা হয়নি রাজীব কুমারকে। তিনি বারবার চিঠি লিখে সিবিআইকে তদন্তে সহযোগিতা করার কথা বলার পরও সিবিআই তাঁকে একবারও তলব করেনি।' মামলা খারিজ করার আর্জি জানান তিনি। শেষ পর্যন্ত সলিসিটর জেনারেলের দীর্ঘ অনুরোধের পর অবশেষে মামলা খারিজ না করে শুনতে রাজি হয় সর্বোচ্চ আদালত। অবশেষে সেই আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, আট সপ্তাহ পর মামলার ফের শুনানি হবে বলে এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে।

বাংলায় মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে তরজা রাজভবন-শাসক দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৩ সালের ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজাও বাধে। এই আবহে দুর্গাপুরকাণ্ডের পর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'রাজ্যে মেয়েরা নিরাপদ নয়।' এই নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো রিপোর্টে যা বলার বলেছেন বলে জানান তিনি।

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। দিন তিনেক আগে নির্যাতিতাকে দেখে দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। সেইসময় তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন।' দুর্গাপুরকাণ্ড নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট পাঠান তিনি।

এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ভালো নেই। এটা আমার মতামত।' ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে বলে রাজ্যপাল জানান। রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, 'বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ। এটা বলছে এনসিআরবি রিপোর্ট। মেয়েদের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ তারপর মধ্যপ্রদেশে।

পুজোর মরশুম কাটলেই বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক পড়বে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৫ সালের ১২ জানুয়ারি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ পূর্বাচলের বাসিন্দা বিজেপি কার্যকর্তা অভিমুন্য সূর্য ও শুভজিৎ পাল। বৃহস্পতিবার রাতে জগদ্দলের মজদুর ভবনে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে ফের তাঁরা গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। যোগদান পর্বে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার

সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, আগে এরা বিজেপি করত। কিন্তু এঁদেরকে ভয় দেখিয়ে জানুয়ারি মাসে তৃণমূল দলে টেনে নিয়েছিল। ওরা ফের বিজেপিতে সামিল হলেন। ওরা বীজপুরে সংগঠন মজবুত করার কাজ করবে। তাঁর দাবি, কালীপুজোর পর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক পড়বে। ফের বিজেপিতে যোগ দিয়ে অভিমুন্য সূর্য বলেন, চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তাদের তৃণমূলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু অর্জুন দার নেতৃত্বে ফের তাঁরা বিজেপি দলটাই করবেন। আর বীজপুরে তাঁরা মজবুত সংগঠন গড়ে তুলবেন। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। বাংলার মানুষ এটা বুঝে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাংলায় এক কোটি ভুয়ো ও ভুতুড়ে ভোটারের নাম বাদ যাবে। তারপর বাংলা থেকে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন হাজিনগরের বাসিন্দা হংসরাজ সিং। ঘাসফুলে যোগ দিয়ে হংসরাজ সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলায় বিকাশ হচ্ছে। উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই তিনি তৃণমূলে যোগদান করলেন। সূত্র বলছে, ২০২১ সালের আগে থেকেই হিন্দু জাগরণ মঞ্চে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এই হংসরাজ। অভিযোগ উঠেছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই শাসকদলের থেকে বকশিস নিয়ে তিনি নিজ দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। আরও অভিযোগ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্য হলেও তিনি তলে তলে তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। হংসরাজের দলবদল নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সবাই ওকে তোলাবাজ বলেই চেনেন। উনি সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এঁরা সব সুবিধাবাদী। তাঁর দাবি, হংসরাজ তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত রেখে চলতেন। তাঁর বক্তব্য, গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে উনি তৃণমূলের সাংসদ, বিধায়ক ও পুরপ্রধানকে মঞ্চে বসিয়ে রাখতেন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তৃণমূল দলটা ৭৫ শতাংশ উঠে যাবে। নির্বাচনের আগেই প্রাক্তন পুরপ্রধান, প্রাক্তন কাউন্সিলর, বর্তমান কাউন্সিলর অনেকেই বিজেপিতে যোগ দেবেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাক নাগরিক, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। তারপর তৃণমূলকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে ৫০ টি আসন পাওয়া তৃণমূলের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ভুয়ো ভোটার নিয়ে তিনি জানান, ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ১৮ হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। গোটা ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে এক লক্ষের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের অধীনস্থ আমডাঙা কেন্দ্রে লড়াই হবে। আর বাকি ছয়টা কেন্দ্রে বিজেপি নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবে।

আসন্ন আলোর উৎসবের জন্য চলছে কেনাকাটি। কালাকার স্ট্রিটের ছবি।

জাল ফিটনেস সার্টিফিকেটের ছড়াছড়ি, পদক্ষেপ পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ির জাল ফিটনেস সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর। সূত্রের খবর, রাজ্যের বাইরে থেকে ভুয়ো ফিটনেস সার্টিফিকেটে নিয়ে গাড়ি চলছে বিভিন্ন জেলায়। এমন ভুয়ো ফিটনেসের ছড়াছড়ি দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে। প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি বাণিজ্যিক গাড়ির ভিন রাজ্যের ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকার তথ্য পেয়েছে পরিবহণ দপ্তর। সঙ্গে এও জানা গেছে, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাতের বেসরকারি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে নেওয়া হয়েছে এই ফিটনেস সার্টিফিকেট।

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে সিপিআর সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি, হাওড়া শাখার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে দেশজুড়ে সিপিআর সচেতনতা সপ্তাহ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে নানান অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন অংশে জরুরিকালীন সময়ে কিভাবে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় তার প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশিষ্ট চিকিৎসক অমিত কুমার দত্ত এবং চিকিৎসক নিখিলেশ সাঁতরা অংশ নেন। রেডক্রস সোসাইটির পক্ষে মন্দিরা চক্রবর্তী, পূর্ণিমা দাস এবং সন্দীপ কুমার দাস এই কর্মসূচির পরিচালনা করলেন।

নাবালক ছেলের সামনেই স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে চম্পট স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: দীর্ঘদিন ধরে চলছিল দাম্পত্য কলহ। যার জেরে নাবালক ছেলের সামনেই স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করল স্বামী। স্ত্রীকে হত্যার পর ছেলেকে রেখেই রাত তিনটের সময় বাড়ি ছেড়ে পালিয়েও যায় অভিযুক্ত অমিত বসু। বৃহস্পতিবার রাতে এমনই এক ঘটনা ঘটে নাগেরবাজারের ছাতাকল এলাকায়। অমিত বসুর দশ বছরের ছেলের চিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হলে বিষয়টি সবার নজরে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নাগেরবাজারের ছাতাকল এলাকায় দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন অমিত দাস এবং বিউটি দাস নামে ওই দম্পতি। বছর এগারো আগে প্রেম করেই তাঁদের বিয়ে হয়। প্রথমে অমিত নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করলেও পরে কোনও কাজ করতেন না তিনি। অন্যদিকে অমিতের স্ত্রী কাজ করতেন বিউটিশিয়ানের।

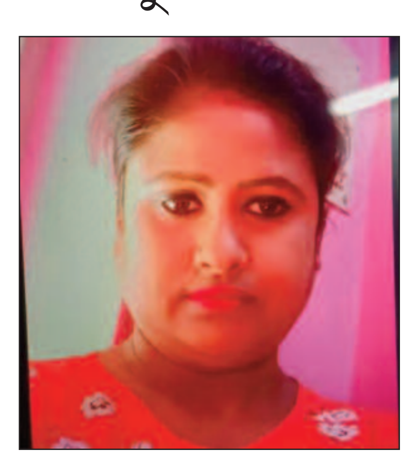

এদিকে বিউটির পরিবার সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকেই অমিত এবং বিউটির মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। বেশ কিছু দিন ধরে ছাতাকলের ওই ভাড়া বাড়িতেই আলাদা আলাদ থাকছিলেন ওই দম্পতি। বৃহস্পতিবার রাতে অমিত তার সন্তানকে জানায় আজ তারা একসঙ্গে ঘুমোবে। এর পরই গভীর রাতে ওই দম্পতির দশ বছরের ছেলে দেখে, বাবা শ্বাসরোধ করে তার মাকে খুন করছে। স্ত্রীকে হত্যার পরই টাকা পয়সা নিয়ে পালায় অমিত।

ঘটনা দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত অমিতের ছেলে রাতেই নিজের মামাকে ফোন করে গোটা ঘটনার কথা জানায়। খবর পেয়েই মধ্যমগ্রাম থেকে নাগেরবাজারে চলে আসেন বিউটির বাপের বাড়ির লোকজন। ওই নাবালকের কান্নাকাটিতে ততক্ষণে প্রতিবেশীরাও জড়ো হয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নাগেরবাজার থানার পুলিশ। ওই নাবালকের জবানবন্দি নেয় তারা। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। খোঁজ চলছে বিউটির স্বামীর।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)

রহড়া প্লাজা" ২য় তল, মিউনিসিপাল বাসস্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, ৭১২১০১, পব, ইমেল : sbi.64153@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
1	**শ্রী দ্বৈপায়ন সাবুই (ঋণগ্রহীতা)** পিতা দ্বারিকা মোহন সাবুই, **শ্রীমতি সুস্মিতা সাবুই (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী দ্বারিকা মোহন সাবুই, **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং এফ৩, ৪র্থ তলে, **হরগৌরী অ্যাপার্টমেন্ট,** কে সি সেন রোড,হাটখোলা, দৈবাকপাড়া, ইউকো ব্যাঙ্কের বিপরীত রোডে, উত্তর চন্দননগর এর নিকট,জেলা : হুগলি ৭১২১৩৬। **লোন এ/সি নং ৪২৪৮৫২৯৩৫৯ (এইচবিএল)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ৩, ৪র্থতল, বহুতল **(জি-৪)** তলা ভবনে **"হরগৌরী অ্যাপার্টমেন্ট"**, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৮১৯ বর্গফুট** এবং ঢাকা এরিয়া কমবেশি **৬৩০ বর্গফুট** মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সাবেক আরএস দাগ নং ৬৬, এলআর দাগ নং ৮২, সাবেক খতিয়ান নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ১২২৬, ১২২৫, ১২২৪। চন্দননগর পুরসভা, কাঙালী চরণ সেন রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, হোল্ডিং নং ৪৩৮, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৬০৪০০৩০৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৪/২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৩২৩ থেকে ৭৩৫৫ -২০১৮, এডিএসআর চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৩৬। **সম্পত্তি শ্রী সুস্মিতা সাবুই, স্বামী শ্রী দ্বারিকা মোহন সাবুই এবং শ্রী দ্বৈপায়ন সাবুই, পিতা শ্রী দ্বারিকা মোহন সাবুই।** **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা লেন, **দক্ষিণে :** বরুণ মুখার্জির ভবন, **পূর্বে :** ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা লেন, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া পুরসভা লেন।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.১০.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০১.১০.২০২৫	**লোন এ/সি নং ৪২৪০৮৫২৯৩৫৯ (এইচবিএল)** **৫,৬১,৬১৪.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ একষট্টি হাজার ছশো চোদ্দ টাকা) **০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী, ০৮.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ
2	**শ্রী সৌমদীপ্ত রায়** **পিতা স্বপন রায়** **প্রয়াত নির্মলেন্দু নিয়োগীর আইনি উত্তরাধিকারী, শ্রী সৌমদীপ্ত রায় পিতা স্বপন রায়,** **প্রয়াত রীনা নিয়োগীর আইনি উত্তরাধিকারী,** **নিবাস :** ১৮, লাইব্রেরি রোড, চাঁপদানি, থানা : ভদ্রেশ্বর,জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৪, **লোন এ/সি নং : ৩৮১৪৬৬৭৬৭৬৪ (পিএল)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়ত স্থিতিবান জমি পরিমাপ আনুমানিক **৩ কাঠা** কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন (যদি কিছু থাকে) অবস্থিত মৌজা : ভদ্রেশ্বর, তৌজি নং ৪৬, ৪৭, ৪৮, জেএল নং ১২, দাগ নং ৩৬৬২, আরএস খতিয়ান নং ৩০৭, পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, ওয়ার্ড নং ১৬, হোল্ডিং নং ১৩০, চাঁপদানি পুরসভা অধীন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১২৪। দলিল নং ১-৩০৯ -১৯৭৯ সালের , এডিএসআরও চন্দননগর, হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী নির্মলেন্দু নিয়োগী এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ৩৬৬২ (অবশিষ্ট জমি), **দক্ষিণে :** দাগ নং ৩৬৬২ (অবশিষ্ট জমি), **পূর্বে :** দাগ নং ৩৬৮১(অংশ) এবং ৩৬৮২ (অংশ), **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১০.১০.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৫.০১.২০২৪	**লোন এ/সি নং ৩৮১৪৬৬৭৬৭৬৪ (পিএল)** **১৯,২৮,৫০৫.০০ টাকা** (উনিশ লাখ আঠাশ হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা) **২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ২৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ
3.	**শ্রী সন্তোষ রায়** **প্রয়াত সবিতা রায় এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী,** পিতা প্রয়াত স্বপন কুমার রায়, ঠিকানা : ফ্ল্যাট এফজি-৩, একতলা, **"জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট"**, ১০, বাঘাযতীন, রোড, পো : নবগ্রাম,থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি, ৭১২২৪৬। **শ্রী দীপঙ্কর রায়** **প্রয়াত সবিতা রায় এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী,** পিতা প্রয়াত স্বপন কুমার রায়, ৫মতল, **দয়াময়ী অ্যাপার্টমেন্ট**, ৬৮, লাইব্রেরি রোড, পো : ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি, ৭১২১২৪। **লোন এ/সি নং ৪৩৭৫৯২১৬৮৭১ (এইচএল)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ **"ভার্টিফায়েড টাইলস"** মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট কার্পেট এরিয়া কমবেশি **৪৮৬ বর্গফুট** এবং ঢাকা এরিয়া কমবেশি **৫৭৪ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৭০০ বর্গফুট** ফ্ল্যাট নং **এফজি-৩,** একতলায়, দুই বেড রুম, এক কিচেন/ডাইনিং, এক বাথরুম,ভবন পরিচিত **"জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট"**, অবস্থিত ১০, বাঘাযতীন রোড,পো : নবগ্রাম,অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা,জেএল নং ০৫, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ আরএস দাগ নং ১৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৩, এলআর দাগ নং ৫৭০, এলআর খতিয়ান নং ২৯২৪/১ এবং ২৯১৩/১, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭১২২৪৬, দলিলনং ০৬২১০০৪৩২, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০২৫, পৃষ্ঠা ২৫৪২৭ থেকে ২৫৪৫৯-২০২৫ সালের, এডিএসআরও উত্তরপাড়া,হুগলি। **সম্পত্তি সবিতা রায় এর নামে।** **ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং এফজি-২, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং এফজি-৪, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৮.১০.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৬.০৯.২০২৫	**লোন এ/সি নং ৪৩৭৫৯২১৬৮৭১ (এইচএল)** **১২,৭৩,৬৬০.০০ টাকা** (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার ছশো ষাট টাকা) **০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী, ০৮.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫
স্থান - চুঁচুড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI হোম লোন সেন্টার কলকাতা

"অবনি হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
লোকেশন : মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন-রবীন্দ্র সদন
এক্সাইড বিল্ডিংয়ের নিকট **ইমেল আইডি : sbi.04490@sbi.co.in**

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সত্যেন্দ্র সিং (ক্রম নং ১) এবং শ্রী দেবজিৎ সাহা (ক্রম নং ২)** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা /শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**শ্রী সত্যেন্দ্র সিং** পিতা প্রমোদ সিং **ঠিকানা ১ :** ই-২/৯৯, শিবরাম পার্ক নাঙ্গলই, দিল্লি, পিন - ১১০০৪১ **ঠিকানা ২ -** ফেরি সার্ভিসেস প্রা. লি., প্লট নং ৭৪৭, এলজিএফ, উদ্যোগ বিহার, পিএম-৫, গুরুগ্রাম হরিয়ানা, পিন - ১২২০০২ **ঠিকানা ৩ -** বেল্লাজিও এলভিএল নেক্সট ফ্ল্যাট নং ২০৮, ৩য় তল, বিএল-এ, রাজারহাট মেন রোড, পিন - ৭০০১৩৬ **হোম লোন এ/সি নং ৪৩৯৫৭৫৪৩০২০** **সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪৩৯৫৭৫৭৮৩০৪** **শাখার নাম আর্মহাস্ট স্ট্রিট (কলকাতা) (০১৮০০)**	**অংশ -১** দায়বদ্ধতার ধরন : নেই **অংশ-২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** অ্যাপার্টমেন্ট নং ২০৮, ব্লক -এ,৩য়তলে, টাইলস মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৭৮, বর্গফুট কমবেশি, কার্পেট এরিয়া ৯১৩.২২ কমবেশি প্রজেক্ট বেলাজিও এলভিএল এনএক্সটি, সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত পরিমাপ ১২৪ ডেসিমেল বা ৭৪ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৪২৮৫, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৮৮, ৪২৯০, আরএস খতিয়ান নং ৮০৭, ২৫২, ২৫২৪, এলআর দাগ নং ৪২৮৫, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৮৮, ৪২৯০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১১/৮, ১৯৫৬/২, ১৪১৬/৬, ৮০৪/১, ৬৭০২, ৬৭০৩, ৮৭৬০, মৌজা : গোপালপুর,আরএস নং ১৮২, জেএলনং ২, থানা : এয়ারপোর্ট (বর্তমানে নরায়ণপুর), পো অফিস : রাজারহাট-গোপালপুর, কলকাতা ৭০০১৩৬, বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ০৪ অধীন, পূর্বতন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ০৫, পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম ৫/১৫৫, ৫/১৫৬, ৫/১৭৪, ৫/১৭৫, ৫/১৭৬, ৫/১৭৭, ৫/১৭৮, এডিএসআর বিধাননগর,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট রোড (সালুয়া, গোপালপুর)। (দাগ তালিকা নিচে দেখুন) একটি মাঝারি মাপের গাড়ি পার্ক করার অধিকার ঢাকা এরিয়া কার পার্কিং পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক এ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর বসবাসের প্রকল্প নাম বেলাজিও এলভিএল এনএক্সটি, স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ১০৮৩৩৪ থেকে ১০৮৩৭৯। **দলিল নং ১৯০১০৩৩৪৮-২০২৫ সালের। সম্পত্তি আর সত্যেন্দ্র সিং** পিতা প্রমোদ সিং এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩০ মিটার চওড়া রাজারহাট মেন রোড (২১১ বাস রুট), দক্ষিণে : এইচআইডিসিও স্ট্রিট নং ৭০৯, পূর্বে : জমি আরএস /এলআর দাগ নং ৪২৮৭ (অংশ), ৪২৯০(অংশ), ৪৩৫৯ এবং ৪৩৬০, পশ্চিমে : জমি আরএস/এলআর দাগ নং ৪২৮৩, ৪২৮৪ এবং ৪২৮৯।	১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.১০.২০২৫	এনপিএ তারিখ ২৭.০৯.২০২৫	**১,০৩,৬২,১৬৭.০০ টাকা** (এক কোটি তিন লাখ বাষট্টি হাজার একশ সাতষট্টি টাকা) **০৭.১০.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
২	**শ্রী দেবজিৎ সাহা** পিতা দিলীপ কুমার সাহা **ঠিকানা ১ -** ৪/১এ, দিহি এন্টালি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪ **ঠিকানা ২ -** জিএসএস এলিট পিজি নং ৪৪/২৬, পিজি লেআউট-এনপিএস রোড, আম্বেদকর নগর, উইপ্রো সেজ-এর বিপরীতে, সরজাপুরা রোড, বেঙ্গালুরু, পিন - ৫৬০০৩৫ **ঠিকানা ৩ -** কার্গিল বিজনেস সার্ভিসেস প্রা. লি. সেসনা বিজনেস পার্ক, কাভেরাপ্পা লেআউট, বেঙ্গালুরু, পিন - ৫৬০১০৩ **হোম লোন এ/সি নং ৪৩৭৩৮৬৭৫১১৫** **সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪৩৮২৪৮৪৩২১৯** **শাখার নাম - মানিকতলা (০১৭১৫)**	**অংশ -১** দায়বদ্ধতার ধরন : নেই **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ১ কাঠা ৪ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন একতলা পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ৬০০ বর্গফুট ,২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং দোতলায় পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ৬৫০ বর্গফুট এবং ২ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, সিমেন্টের মেঝে লিফট ব্যতীত এবং অবস্থিত মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ৩, তৌজি নং ৬১৭,আরএস খতিয়ান নং ২৫৯২, দাগ নং ২৮২৫, ওয়ার্ড নং ১, উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৭৭, ইছাপুর, ইন্দ্রপুরী, নবাবগঞ্জ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,পিন : ৭৪৩১৪৪। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ২০৫৭৩ থেকে ২০৫৯৯, **দলিল নং ১৯০১০০৬১৯ -২০২৫। সম্পত্তি শ্রী দেবজিৎ সাহা,** পিতা দিলীপ কুমার সাহা এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ২৮২১, দাক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : দাগ নং ২৮২৫, পশ্চিমে : দাগ নং ২৮২৫ এবং ২৮২১।	১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.১০.২০২৫	এনপিএ তারিখ ২৭.০৯.২০২৫	**৩৩,০৪,৬৪৫.০০ টাকা** (তেত্রিশ লাখ চার হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) **০৭.১০.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
৩	**শ্রী দেবজিৎ সাহা** পিতা দিলীপ কুমার সাহা **ঠিকানা ১ -** ৪/১এ, দিহি এন্টালি রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪ **ঠিকানা ২ -** জিএসএস এলিট পিজি নং ৪৪/২৬, পিজি লেআউট-এনপিএস রোড, আম্বেদকর নগর, উইপ্রো সেজ-এর বিপরীতে, সরজাপুরা রোড, বেঙ্গালুরু, পিন - ৫৬০০৩৫ **ঠিকানা ৩ -** কার্গিল বিজনেস সার্ভিসেস প্রা. লি. সেসনা বিজনেস পার্ক, কাভেরাপ্পা লেআউট, বেঙ্গালুরু, পিন - ৫৬০১০৩ **হোম লোন এ/সি নং ৪২৭৪৭২৯৪৭০৪** **সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৭৫৬৭১৭৪০৩** **শাখার নাম - আর্মহাস্ট স্ট্রিট (কলকাতা) (০১৮০০)**	**অংশ -১** দায়বদ্ধতার ধরন : নেই **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩০০ বর্গফুট কমবেশি, চারতলায়, (মার্বেল) , দক্ষিণ পূর্ব মুখী, ব্লক -এ,এবং একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৫ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭ এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা,থানা : যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর), ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বোরো নং ১০, কলকাতা -৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ০১ বিঘা, ১২ কাঠা ০৮ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা নাকতলা, জেএল নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ এবং ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২, এবং ২১৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ১১১৬৩৭ থেকে ১১১৬৬০। **দলিল নং ১৬০৩০৩৫৯৬ -২০২৪ সালের। সম্পত্তি শ্রী দেবজিৎ সাহা,** পিতা দিলীপ কুমার সাহার নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র রোড,পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : টালি নালা, মেট্রো রেলওয়ে,পশ্চিমে : টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষ এবং ইউকো ব্যাঙ্ক ভবন।	১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.১০.২০২৫	এনপিএ তারিখ ২৭.০৯.২০২৫	**৬২,১৫,৮৫০.০০ টাকা** (বাষট্টি লাখ পনের হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা) **০৭.১০.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ক্রম নং ১ এর দাগ তালিকা:

মৌজা	আরএস/এলআর দাগ নং	মোট এরিয়া দাগস্থিত (একরে)	প্রকল্পে এরিয়া সংযুক্ত (একরে)	প্রকল্পে এরিয়া সংযুক্ত (কাঠায়)
গোপালপুর	৪২৮৫	০.০৯	০.০৯	০৫কে-০৭সিএইচ-০৫ এসএফটি
	৪২৮৬	০.০৩	০.০৩	০১কে-১৩সিএইচ-০২ এসএফটি
	৪২৮৭	০.৯০	০.২৬	১৫কে-১১সিএইচ-২১ এসএফটি
	৪২৮৮	০.৩২	০.৩২	১৯কে-০৫সিএইচ-৩৪ এসএফটি
	৪২৯০	০.৮৯	০.৫৪	৩২কে-০৬সিএইচ-১৩ এসএফটি
		মোট	১.২৪	৭৪কে-১১সিএইচ-৩০ এসএফটি

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১২.১১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা(গণ) :** **শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র, ঠিকানা : ৫/২৬, আর পি কলোনি, টালিগঞ্জ,কলকাতা - ৭০০০৩৩।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-২, ২য়তলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস নং ১ পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ৩৭, নন্দী পাড়া, পো : বাঁশদ্রোণী, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জোল এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **হস্তান্তর দলিল নং ১-১৬০৪০৫৪৮০-২০২৩ সালের,** সম্পত্তি **শ্রী অরিজিৎ মিত্র,** পিতা শ্রী গৌর মিত্র এর নামে। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।**	৩২,৪৪,০০০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী **(পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ)** ০৮.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ৩১,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১১,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৬.১১.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শকুন্তলা পার্ক শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শকুন্তলা পার্ক শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা (ছেষট্টি লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায় করা হবে **মেসার্স আই জে এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা/ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - শ্রী লাল্টু মোল্লা,** গ্রাম - কাশীরামপুর, পো-জাফরপুর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩। **আরও ঠিকানা -** গ্রাম - ঘনশ্যামপুর, পো - বনগাঁনগর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ কাছ থেকে ।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স আই জে এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা/ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাল্টু মোল্লা** গ্রাম : কাশিরামপুর, পো : জাফরপুর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৫১৩। আরও ঠিকানা : গ্রাম : ঘনশ্যামপুর, পো : বঙ্গনগর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। ২. শ্রী লাল্টু মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) পিতা আবদুল গনি মোল্লা, গ্রাম : কাশিরামপুর, পো : জাফরপুর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৫১৩। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : ঘনশ্যামপুর, পো : বঙ্গনগর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। **খ) শকুন্তলা পার্ক শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ৭.১৩ শতক এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : ঘনশ্যামপুর, পো : চাবেড়িয়া, গ্রামপঞ্চায়েত-১ বঙ্গনগর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬, (নতুন-১৪২২), জেএল নং ১০৬, দলিল নং ১৬১৯০০০৩৭-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভলুম নং ১৬১৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০৮-থেকে ১৪৩৩, এবং ঘোষিত দলিল নং ১৬১৯০০০৮৮৮/২০২০ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর- ফলতা, বুক নং ১, ভলুম নং ১৬১৯-২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৭১৫ থেকে ২৩৭৫৪, **সম্পত্তি লাল্টু মোল্লার নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : তাহার শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : নুরউদ্দিন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : শাহানামাজ মন্ডলের সম্পত্তি।	**৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা (ছেষট্টি লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৭৮,১৭,০০০.০০ টাকা (*) (আটাত্তর লাখ সতের হাজার টাকা) খ) ৭,৮১,৭০০.০০ টাকা (সাত লাখ একাশি হাজার সাতশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50529506435** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ** যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৬.১০.২০২৫/স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা
৩৫ ও ৩৬, কৃষ্ণ নাথ রোড
পিলখানা রোড, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৯.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া **১,০৪,৯২,৮৬৯.০০ টাকা** (এক কোটি চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশত উনসত্তর টাকা মাত্র) [বিবি ৪৩,৭৯,৬১৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৬১,১৩,২৫০.০০ টাকা] **১৫.১০.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী- জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এইচ.এম. হার্ডওয়্যার স্বত্বাধিকারী: জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ ২. **ঋণগ্রহীতা: স্বত্বাধিকারী জনাব হাসানুজ্জামান সেখ,** পিতা- সফিউর রহমান, গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ ৩. **জামিনদার: সফিউর রহমান,** পিতা- মরহুম হাজী এহসান গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ ৪. **জামিনদার সহ বন্ধকদাতা: জনাব ইকবাল হোসেন,** পিতা- সফিউর রহমান গ্রাম- উদয়চাঁদপুর, পোস্ট - জীবন্তী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ ৫. **জামিনদার সহ বন্ধকদাতা: স্বত্বাধিকারী- জনাব হাসানুজামান শেখ,** পিতা - সফিউর রহমান গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬। **খ) বহরমপুর, কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা**	**সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস - ২৮৬, এলআর- ৩৬২৩, প্লট এলআর- ৯৩৪, শ্রেণী - বাড়ি, পরিমাপ - ৫.৫০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড আই-১৩০ তারিখ ২৯.০৯.২০১০ অনুযায়ী, এডিএসআর - বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার হাসানুজামান শেখ-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- মাটির রাস্তা, দক্ষিণ- ভুজু শেখ-এর সম্পত্তি, পূর্ব- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিম- পিডাব্লিউডি গুদাম ও রাস্তা। **সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো.অ. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ (প.ব.), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস-২৯৫৭, এলআর- ৩৬২২ প্লট এলআর-৯৪০, শ্রেণী - ভিটি, পরিমাপ - ৪.৫০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড আই- ৫২০০ তারিখ ১৬.০৭.২০১৩ অনুযায়ী, এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার ইকবাল হোসেন-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- সফিউর রহমানের জমি, পূর্ব- মুর্সাপ্লিম শেখ-এর জমি, পশ্চিম- রাখুহরি মন্ডলের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৩:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পত্তি যা গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পো. - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ (প.ব.), পিন - ৭৪২ ১৩৬-এ অবস্থিত। খতিয়ান আরএস- ২৯৫৭, এলআর- ৩৬২২, প্লট আরএস - ৯৩৯, শ্রেণী - ভিটি, পরিমাপ - ৪.০০ ডেসিমেল, টাইটেল ডিড ১-৭০৪৭ তারিখ ২১.১২.২০১১ অনুযায়ী, এডিএসআর - বহরমপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি মিস্টার ইকবাল হোসেন-এর নামে বিদ্যমান। চতুর্সীমা:-** উত্তর- প্রধান মেটাল রোড, দক্ষিণ- হাসনুরজামান শেখ-এর সম্পত্তি, পূর্ব- মুর্সাপ্লিম শেখ-এর জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা তারপর বসির শেখ-এর সম্পত্তি।	**১,০৪,৯২,৮৬৯.০০ টাকা** (এক কোটি চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশত উনসত্তর টাকা মাত্র) [বিবি ৪৩,৭৯,৬১৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৬১,১৩,২৫০.০০ টাকা] **১৫.১০.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি ১:** ক) ২৬,০০,০০০.০০ টাকা (*) (ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২,৬০,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300416607831 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ২ :** ক) ৫,৫৮,০০০.০০ টাকা (*) (পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫৫,৮০০.০০ টাকা (পঞ্চান্ন হাজার আট শত টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300416607832 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল **সম্পত্তি ৩ :** ক) ৫,৫৮,০০০.০০ টাকা (*) (পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫৫,৮০০.০০ টাকা (পঞ্চান্ন হাজার আট শত টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB300416607833 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৯.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৬.১০.২০২৫
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দামোদর ব্যারেজ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘেরাও ৩ মন্ত্রীর, পালটা ব্যারেজ পাহারায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'দামোদরের বুক ভরেছে পলিতে, কেন্দ্র ঘুমোচ্ছে', এমনই অভিযোগকে সামনে রেখে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভে রাজ্যের তিন মন্ত্রী। ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে উত্তাল বিক্ষোভ।

রাজ্যের আইন, বিচার ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক সরাসরি আঙুল তুললেন ডিভিসি ও কেন্দ্রের দিকে। ক্ষোভের সুরে বলেন, 'যেদিন থেকে দামোদরের উপর ড্যাম তৈরি হয়েছে, সেদিন থেকে একবারও ড্রেজিং হয়নি। পলি জমে নদের জলধারণ ক্ষমতা এখন তিন ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। ফলে সামান্য জল উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে ডাউনস্ট্রিমে নামলেই মাইথন আর পাঞ্চেতকে ছাপিয়ে প্লাবন নামে। মারা

যাচ্ছে মানুষ, গবাদি পশু, ডুবে যাচ্ছে চাষের জমি।' মন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজ্য হাত পাতলেও, কেন্দ্র চুপ। এই দাবির ভিত্তিতে ডিভিসি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তিন মন্ত্রী, মলয় ঘটক, সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, এবং পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া সরাসরি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেন, 'কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ভেঙে দিয়েছে। দামোদরের ওপর ৭টি ড্যাম হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে মাত্র পাঁচটি। তেনুঘাট এখনও ঝাড়খণ্ড সরকারের দখলে।

কেন্দ্র শুধু রিপোর্ট দেখছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এখনই ড্রেজিং না হলে দামোদর হয়ে উঠবে মৃত্যুফাঁদ।' একই সুরে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা আর উদাসীনতার প্রতিবাদেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যজুড়ে আন্দোলন।' এদিকে, একই দিনে দুর্গাপুর ব্যারেজের সামনে পালটা বিক্ষোভে নামে বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, 'তৃণমূল সরকার ইচ্ছে করে ব্যারেজ ভাঙার চেষ্টা করছে।' উলটো দিকে দুর্গাপুরে ব্যারেজ পাহারা দিল বিজেপি নেতা কর্মীরা। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বললেন, 'তৃণমূলের কার্যকর্তা ও কর্মীরা নাটক ও ঘেরাও করতে গেছে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে। মুখ্যমন্ত্রী তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন যদি জল ছাড়া বন্ধ না হয় তাহলে সমস্ত লকগেটগুলো ভেঙে দেবেন। তাই আমরা দুর্গাপুরের মানুষ হিসাবে আতঙ্কিত। যদি এই ব্যারেজ ভেঙে দেয় তাহলে দুর্গাপুরবাসীর কী হবে? তাই এই ব্যারেজ রক্ষার স্বার্থে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তারা ব্যারেজে সামনে দাঁড়িয়ে।' এই অভিযোগকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন মলয় ঘটক বলেন, 'আগে পলি তুলে ব্যারেজের সংস্কার করুন, তারপর আন্দোলনের কথা বলুন। ফাইল নিয়ে রাজনীতি করলে দামোদর সবাইকে গিলে ফেলবে।'

বাংলায় এসআইআর হলে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোট বাদ যাবে: শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ফের এসআইআর নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বললেন, 'বাংলায় এসআইআর হলে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোট বাদ যাবে। বিজেপি ১৬০-এর বেশি আসুন নিয়ে ২০২৬ সালে ক্ষমতায় আসবে।' বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের বেঁধে রাখবেন পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য নিয়ে শান্তনু বলেছেন, 'অন্য গড়ে গিয়ে মেজাজ দেওয়া সহজ যদি বাস করতে হতো তাহলে ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙে দিত লোক।' উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ২ নম্বর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে হেলেঞ্চা বাজারে একটি লজে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল শুক্রবার। এই বিজয় সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ, প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, এর আগে তাঁর এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে এই বিষয়ে তাঁর এত গাত্রদহ কেন? এসআইআর হলে ১৬০ সিটের বেশি আসনে জিতে বিজেপি ২০২৬ সালে সরকারে আসবে এবং উত্তর ২৪ পরগনায় বাগদা, বনগাঁ, উত্তর বনগাঁ, দক্ষিণ গাইঘাটা, এই চারটি আসনে বিজেপি জয়ী হবে এই বিষয়ে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ করছি।' পাশাপাশি এদিন তিনি ডাক দিয়েছেন 'বাগদা থেকে তৃণমূল নিপাত যাক।' এই প্রসঙ্গে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'এই স্বপ্ন তো দূর, এবার বিরোধী দলের তকমা হারাবে বিজেপি। কর্মীদের চাঙ্গা করতে এই সমস্ত বলছে।' পার্থ ভৌমিকের প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্য নিয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, 'ও কুয়োর ব্যাং, সেই কারণে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত সাহা পরিযায়ী।'

মমতাকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, ভবানীপুরেও হারাব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভায় বিজেপির বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সভা মঞ্চ থেকে সরাসরি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'মমতাকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, ভাবানীপুরেও হারাবো।' এ থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন তিনি। বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, হবে। বাংলাদেশের মুসলমানদের ভোটার তালিকায় রাখা যাবে না। খড়্গপুরে ৮ চোর ধরেছি। আপনাদের সজাগ থাকতে হবে। এসআইআর না হলে এই রাজ্যে ভোট হবে না। তাহলেই রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। আর তৃণমূল

কংগ্রেস কপূরের মতো উড়ে যাবে। বাংলায় মা বোনেরা সুরক্ষিত নন। অভয়াকাণ্ডের পর আবারও দুর্গাপুরে ধর্ষণ। কোনও রাজ্যে মানুষ বাস করছে। রাতে বের না-হওয়ার জন্য উনি নির্দেশ দিয়েছেন। একজন পুলিশ মন্ত্রী হয়ে কিভাবে বলতে পারেন? তাহলে বিয়ে বাড়ি ও অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হোক। এইরকম মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন? সুরক্ষা না দিয়ে এই সব কথা বলছে।' আরামবাগ পুরশুড়া খানাকুলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল। সেটা কোথায় গেল বলে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু আরও বলেন, 'আরামবাগের তৃণমূল নেতা হুদা খান সবচেয়ে বড় বালি মাফিয়া। একদিকে হুদা খান, অন্যদিকে রাসেল।' মাঝখানে 'চোরেদের রানি' বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন।পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য মিতালীবাগ থেকে শুরু করে কল্যাণ ব্যানার্জি ও মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। এরা বাঁচবে না। রাজ্য এসআইআর হবে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে যোগীজির ফর্মুলায় কাজ হবে।' সবমিলিয়ে এদিন পুরশুড়ায় বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির মাটি আরও শক্ত করতে বিজেপি কর্মী ও সকল সমর্থকদের শান্ত থেকে রাজনৈতিক মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শ্রীরামপুরে আক্রান্ত তৃণমূলের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মারপিট থামাতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের উপপ্রধান, ঘটনা হুগলির শ্রীরামপুরের। শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর পঞ্চায়েত এলাকায় এক রাজমিস্ত্রি ঠিকাদারকে মারধর করতে থাকে স্থানীয় যুবক। সেই সময়ে চায়ের দোকানে বসেছিলেন রাজ্যধরপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাংশু দে। অভিযোগ, তিনি তাঁদেরকে ছাড়াতে গেলে সমাজবিরোধীরা পালটা তাঁকে মারধর করেন। তাঁর দাবি, সকালে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় সমাজবিরোধী একজন ঠিকাদারের উপর চড়াও হয়। তাঁকে মারধর করতে শুরু করে, কারণ ওই ঠিকাদারের একজন কর্মী পাড়ার এক মহিলাকে কটূক্তি করেছিলেন। তৃণমূল নেতা তাঁদের ছাড়াতে গেলে ওই সমাজবিরোধী তাঁকেই মারধর করে বলে অভিযোগ। উপপ্রধান বলেন, 'আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে, মুখের ভেতরে কেটে যায়। হাসপাতালে যাই সেখানে সেলাই দিতে হয়। আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করি। সব দলের মানুষ আমাকে ভালবাসে। কিন্তু আজকে কেন এরকম হল সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সমাজবিরোধীরা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।' এটা কোন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয় কিনা, শাসক দল বা বিরোধী দলের কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এতদিন মানুষের কাজ করে এভাবে মার খেতে হল। যে আমাকে মেরেছে, তার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, বস্তুত কারোর সঙ্গেই কোন বিরোধ নেই।' শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ঘটনা তদন্ত করে দেখছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাদ্য বিতরণে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিম্নমানের খাওয়ার বিলি এবং দিনের পর দিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকার অভিযোগে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুর এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যানন্দপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুক্রবার তালা মেরে চরম বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মহিলারা। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় তদন্তে যায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচেন সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক কর্মীও। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের সিডিপিও ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মরত এক কর্মী ও সহায়িকাকে শোকজ করেছেন।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী দিলখুশ বিবি, সিতারা বিবি, মমতাজ বেগম বলেন, 'বিদ্যানন্দপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা শাহানারা বিবি সঠিকভাবে খাওয়ার দেন না। ওই সেন্টারে ১৫০ জন শিশু থাকলেও খাওয়ার পায় ৫০ থেকে ৬০ জন। আবার ওই সহায়িকা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্থানীয় আরও দুইজনকে তার সঙ্গে সহায়িকা হিসেবে রেখেছেন ওই সেন্টারে। যাদের তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পারিশ্রমিক দেন।' অভিযোগ, এইভাবেই দুর্নীতি হচ্ছে। সময়ের আগে সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে খাওয়ারর নিতে এসেও পায় না। প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের

পুলিশের ভয় দেখানো হয়। তারপর এদিন এলাকার সকলেই ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান। এদিন ওই সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত এক কর্মী স্বপ্না পাল সেখানে গেলে তাকে ঘিরে চলতে থাকে বিক্ষোভ। যদিও ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর দাবি, তিনি অন্য সেন্টারে আছেন। সঙ্গে এই সেন্টারের ইনচার্জ। তিনি সঠিক ভাবেই খাওয়ার দেন। এর আগে যারা এখানে দায়িত্বে ছিলেন তারা কি করেছে সেটা বলতে পারবেন না। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের সিডিপিও আব্দুল সাত্তার জানিয়েছেন, 'ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সঙ্গে কথা বলে সহায়িকাকে শোকজ করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

শুভেন্দু অধিকারীকে বেনজির আক্রমণ হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালগোলা: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বেনজির আক্রমণ শানালেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। লালগোলা থানার তারানগরে ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকায় ট্রেন সামগ্রী বিলি করতে গিয়েই শুভেন্দু অধিকারীকে কার্যত তুলোধনা করেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, 'মুর্শিদাবাদ থেকে গোরু পাচারের কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীকে।' 'চোর' বলার পাশাপাশি তিনি বিরোধী দলনেতাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমার সঙ্গে পাঙ্গা লাগতে গেলে ফল ভালো হবে না।' পদ্মা নদীর গর্ভে তলিয়ে যাওয়া লালগোলার তারানগর পরিদর্শন করতে আসেন হুমায়ুন কবীর। পাশাপাশি দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন ভরতপুর বিধানসভার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই দিনের ত্রাণ বিতরণ সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, 'মুর্শিদাবাদ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী। গোরু পাচারের কোটি কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'আমি হুমায়ুন কবীর সোজা কথা সোজা ভাবে বলি। কেউ আঙুল বেঁকালে আমারও আঙুল বেঁকাতে এক সেকেণ্ড সময় লাগবে না। আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসবেন না।' বহরমপুর লোকসভার সাংসদ ইউসুফ পাঠান ও জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমানকে নিশানা করে বলেন, '২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে দেখা যাবে কার কাকে প্রয়োজন পড়ে।' নাম না করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, 'আমি কিছু বললে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমার নামের পাশেই বিতর্ক শব্দটি জড়িয়ে রয়েছে।' তারানগরের পদ্মা ভাঙনের স্থায়ী সমাধান না হওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে দায়ী না করে মুর্শিদাবাদ জেলার জন প্রতিনিধিদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'আমরা ২২ জন এমএলএ এবং ৩ জন এমপি রয়েছি। আমরা সোচ্চার না-হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। যেভাবে দিঘার সমুদ্র সৈকতে ঢালায় দিয়ে ভাঙন রোধ করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের ভাঙনেও ঢালায় দিয়ে ভাঙন রোধ করা যাবে।'

শুক্রবার থেকেই উদ্বোধন শুরু বারাসাতের কালীপুজোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাতের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোর দামামা বেজে গেল শুক্রবার থেকেই। এদিনই বারাসাতের তিনটি বড় কালীপুজোর উদ্বোধন হল। পেওনিয়ার পার্ক, আমরা সবাই ও নবপল্লী সর্বজনীন এই তিনটি কালীপুজোর উদ্বোধন হয়। তার মধ্যেই এদিনই বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝারখ ড়িয়া বারাসাত মধ্যমগ্রামে কালীপুজো নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি জানান, এবার বারাসাতকে সচল রাখার চেষ্টা করা হবে। যাতে দর্শনার্থী ও বারাসাতবাসী কারও কোনও সমস্যা না হয়। সেক্ষেত্রে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ডাকবাংলো থেকে হেলাবটতলা পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে বিকেলে চারটে থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত। তবে পরিস্থিতির বিচারে এই সময়সীমা কমানো হতে পারে। এবং বারাসাত শহরে টু-হুইলার চালানোর ক্ষেত্রে নিময় আনেক শিথিল করা হল। তবে ফোর হুইলারের ক্ষেত্রে নিয়ম কঠিন করা হয়েছে। এবার দর্শনার্থীদের জন্য অ্যাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পুজো প্যান্ডেলের রাস্তা, যানজট, পার্কিং, পুজো প্যান্ডেলের ভিড়-সহ বিভিন্ন তথ্য থাকবে অ্যাপে। এছাড়াও হাজারের মতো পুলিশ কর্মী ও সিসি ক্যামেরার

নজরদারি থাকবে। বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজো ঘিরে মানুষের ঢল নামার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ট্রাফিক কন্ট্রোলে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছে পুলিশ। সেক্ষেত্রে বহিরাগত দর্শনার্থীদের জন্য পার্কিং ও বয়স্কদের জন্য টোটো অটোর ব্যবস্থা থাকছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতার লাইফলাইন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক বিকেল চারটে থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকলেও, বাকি সময় সচল থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

ফের দুর্গাপুর ধর্ষণ-কাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণকাণ্ডে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখা গেছে। এদিকে ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দুর্গাপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। ইতিমধ্যেই পরানগঞ্জের রসেই অভিশপ্ত জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে প্রশাসন। তদন্তে অগ্রগতি আনতে বৃহস্পতিবার সেই জঙ্গলের আরও ৫০ মিটার এলাকা ব্যারিকেড করে পুলিশ। শুক্রবার ফের ঘটনাস্থলে পৌঁছালো ৪ সদস্যের ফরেনসিক দল। সঙ্গে ছিল নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। প্রথমে যে জায়গা কর্ডন করা হয়েছিল সেই জায়গা এবং পরে সেইখান থেকেও নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করা হয় ঘটনাস্থল। ঘটনাস্থলের ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি করা হয় এদিন।

বিজয়া সম্মিলনীতেও তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কেশপুরে আবার তৃণমূলের বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির গোষ্ঠী কোন্দল সামনে এল বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে। সম্মিলনী মঞ্চেই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। উল্লেখ্য, কেশপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল সকলেরই জানা। বৃহস্পতিবার কেশপুর অডিটোরিয়াম হলে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী উপস্থিত ব্লকের সমস্ত অঞ্চলের নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীদের সামনেই এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহা এবং ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজার মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। প্রকাশ্য মঞ্চেই বিধায়ক শিউলি সাহা বলেন, 'ব্লক সভাপতি যে চিঠি করেছেন, সেখানে যেমন তাঁর (শিউলির) নাম রাখা হয়নি, তেমনি বিধায়কের পাশাপাশি ব্লক সভাপতি সমাজমাধ্যমের যে পেজ থেকে লাইভ সম্প্রচার করেছেন সেখানেও তাঁকে দেখানো হয়নি। ব্লক সভাপতি নিজেকে কেউকেটা মনে করছেন।' মন্ত্রীর পরেই সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠেন ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, 'মন্ত্রীকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও ব্লকের সভাতেই তিনি উপস্থিত থাকেননি। নতুন করে ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার পর কমিটি গঠনের জন্য তিনবার সভা ডাকা হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই তিনি গড়হাজির ছিলেন। ফলে কোনও সভাই সম্পূর্ণ হয়নি। বিধায়ক-সহ ব্লকের কোনও নেতা হাজির হননি বৈঠকে। সম্মিলনী মঞ্চে বিধায়ক ও ব্লক সভাপতির এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের পরই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে।

পুরুলিয়ার সেরা মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়ার সেরা মৌতড়ের মা বড় কালী পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমেই। চলছে একেবারেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাজ্যের অন্যতম তথা পুরুলিয়া জেলার সব থেকে বড় কালীপুজো মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোর দিকে নজর থাকে জেলার এমনকি পড়শী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বহু ভক্তের। পুরুলিয়া জেলার সবথেকে বড় এই কালীপুজোর বৈশিষ্ট্য হল বলিদান। হাজার হাজার পশুবলি দেখতে লক্ষ লক্ষ উৎসুক দর্শনার্থীদের ভিড় হয় এই মৌতড়ের কালীপুজোয়।

এখানে পুজোর রাত থেকে শুরু হয় বলি। চলে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত। পাশাপাশি সারা বছর ধরে মায়ের নিমিত্তে ছাগ, ভেড়া বলিদান করা হয়ে থাকে এই মৌতড়ের মা বড়কালীর মন্দিরে। কালীঘাট মন্দিরের আদলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের শতাব্দী প্রাচীন মৌতড় কালীমন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। এবার দর্শনার্থীদের সমাগম অন্যান্য বছরগুলির ন্যায় রেকর্ড করবে বলে আশাবাদী উৎসব কমিটি।

ইতিমধ্যে সারা মৌতড় ঘিরে সাজো সাজো উল্লাস। উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা। এই পুজো রাজ্যের অন্যতম তথা জেলার সব থেকে বড় প্রাচীন পুজো। নতুনভাবে কালীঘাট মন্দিরের আদলে কয়েক বছর আগে মন্দির তৈরি হওয়ায় মৌতড় গ্রামের এই পুজো এবার অন্য মাত্রা পেতে চলেছে। মৌতড় ষোলআনা, উৎসব কমিটি ও গ্রামের তরুণ সংঘের মিলিত উদ্যোগে এই মন্দির সংস্কার হয়েছে। বিভিন্ন জনশ্রুতিতে ভরা এই পুজোয় শুধু জেলারই নয়, আশেপাশের জেলা থেকে পড়শি

রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে বহু ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ কর্মীদের। তবে ঠিক কত বছর আগে এই পুজোর শুরু হয় তার সঠিক হিসাব নেই উদ্যোক্তাদের কাছে।

তবে এলাকার জনশ্রুতি ও মৌতড় গ্রামের পুজো নিয়ে লেখা কিছু বইতে উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী, কয়েক শতাব্দি আগে গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের জামাই সাধক শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায় মৌতড় গ্রামে কালীপুজো শুরু করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা লোকো গবেষক সুভাষ রায় বলেন, 'মৌতড় গ্রামের কালীপুজো ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে জানা যায় বর্ধমানের বাসিন্দা, শোভারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মৌতড় গ্রামের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। শোভারাম মৌতড় গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন। সাধক প্রকৃতির শোভারাম দিনে-রাতে এলাকার শ্মশানে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করে তিনি পুজোপাঠ শুরু করেন। পরে ওই জায়গাতেই মন্দির গড়ে ওঠে।' তন্ত্রমতে সিদ্ধ এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি বর্তমানে মন্দিরের নীচে রয়েছে বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের। বহু চর্চিত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ ব্লকের মৌতড়ের মা বড় কালীপুজো। এই পুজো নিয়ে এলাকায় কম জনশ্রুতি নেই। এই পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যায়। দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর পরদিন থেকে সাধারণত শুরু হয়ে যায় এই পূজার প্রস্তুতি। সেই রেশ চলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন পর্যন্ত। হাজার হাজার কৌতুহলী দর্শনার্থী ভিড় জমায় মেলা প্রাঙ্গণে। বংশানুক্রমে এই মন্দিরের পৌরহিত্য করে আসছেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। সনৎ বাবুর কথায়, 'মানুষ বিশ্বাস করে পূজা দেন। মানত পূর্ণ হয়।' মন্দিরে এখনো রয়েছে শতাধিক বছরের পুরনো পুথি। সেই পুথি অনুযায়ী পুজো হয়। পুজোর সময়ে সেই পুঁথি পাঠ করা হয়। সনৎ বাবু শোনাচ্ছিলেন পুজোর অতীত দিনের কথা। বিশ্বাস আর ভক্তি যেখানে মিশে গিয়েছে, সেখানে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার হয় না। বস্তুত এই ধরনের হাজারো অলৌকিক ঘটনার উদাহরণ নিয়েই কয়েক শতাব্দী ধরে নিজস্ব মহিমায় চলে আসছে মৌতড়ের 'মা বড় কালী' পুজো। ইতিমধ্যেই মৌতড়ের মা বড়কালী পুজো উপলক্ষে মেলায় ভিড় সামাল দিতে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে রঘুনাথপুরের এসডিও বিবেক পঙ্কজ, এসডিপি ও রোহেদ শেখ, রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল-সহ পুলিশ কর্তারা মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন। মেলাজুড়ে সিসি ক্যামেরার নজর রাখা হবে বলে জানান এসডিপিও রোহেদ শেখ।

সোনামুখীর ৪৫০ বছরের পুরনো হট নগর কালী

এই পুজোয় সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী

সৈয়দ মফিজুল হোদা

সোনামুখী: সোনামুখীর অন্যান্য প্রাচীন কালী পুজোগুলির মতোই হট নগর কালীকে নিয়েও অনেক লোক কথা আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক কথা হল, প্রায় ৪৫০ বছর আগে সোনামুখী ছিল জঙ্গলাকূর্ণ। তাছাড়া সেই সময়কালে বিনিময় প্রথার চল ছিল। সোনামুখীর তারিণী সূত্রধর নামে এক বৃদ্ধা প্রতিদিন জঙ্গলপথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাথায় ঝুড়ি করে বড়জোড়ার নিরিশা গ্রামে চিড়ে বিক্রি করতে যেতেন। সেই চিড়ে বিক্রি করে পাওয়া ধান নিয়ে তিনি আবারও পায়ে হেঁটেই সোনামুখী ফিরে আসতেন। যাওয়া আসার পথে পড়তো একটি খ াল। বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধর বাড়ি ফেরার পথে সেই খালের পাশে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে সঙ্গে থাকা চিড়ে মুড়ি খে তেন। সেখানে প্রায় দিনই লাল পাড় শাড়ি পরা একটি ছোট্ট শ্যামাঙ্গী মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী আসার জন্য বায়না করতো। বৃদ্ধা প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলে ওই ছোট্ট কন্যা শিশুটিকে বিরত রাখতেন। শেষে একদিন সে জেদ ধরে বসলো বৃদ্ধার সঙ্গে সোনামুখী যাবেই যাবে। তখন নিরুপায় হয়ে তারিণী সূত্রধর তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ওই ছোট্ট মেয়েটি বলে, 'আমি আর হাঁটতে পারছি না আমাকে কোলে নাও।' কিন্তু মাথায় এবং কোলে ধানের ঝুড়ি আর বস্তা

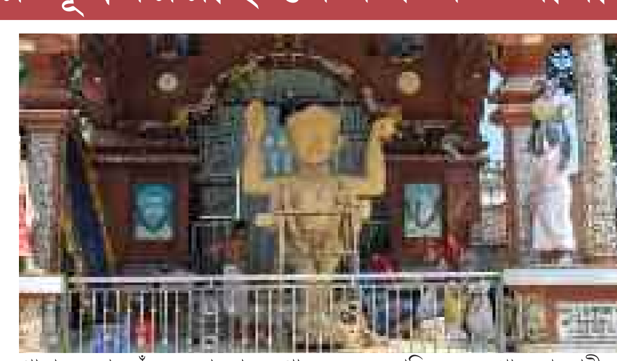

থাকায় বৃদ্ধা তাঁর অসহায়তার কথা বলেন। ওই শ্যামাঙ্গী একরত্তি মেয়ে তাঁর মাথার ঝুড়িতেই চাপার কথা বলেন। নিরুপায় তারিণী সূত্রধর তাই করেন। পরে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন ওই মেয়ে তো নেই তার বদলে রয়েছে দুটি পাথর। ভয় পেয়ে তিনি সেই পাথর দুটিকে তুলসী তলায় রেখে দেন। সেই দিন রাতে বৃদ্ধা তারিনী সূত্রধর স্বপ্নাদেশ পান সেই শ্যামাঙ্গী ছোট্ট মেয়েটি তাঁকে বলছে, 'আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। পাড়ার আকর গাছের নিচে আমাকে রেখে আয়। আমি মা কালী তোর ভার বইতে যাতে কোন কষ্ট না হয় তাই এই পাথররূপে এসেছি।' ভয় পেয়ে পরদিন সকালে ওই বৃদ্ধা লালবাজার এলাকার মানুষকে সব কথা জানান। সেই সময় ছোঁয়াছুঁয়ি আর জাতপাতের ঘটনা এতটাই তীব্র ছিল যে পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। এরপরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পুরোহিত। পরে তিনিও স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পূজা করতে রাজি হন। স্বপ্নাদেশে স্থানীয় জমিদার গিন্নি কাদম্বরী দেবী মন্দির নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ও পুজো পরিচালনার জন্য কিছু জমি দেন। তখ ন থেকেই এই পুজো এলাকার মানুষ পরিচালনা করছেন।

বর্তমানে সুদৃশ্য মন্দির তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সেই প্রথা মেনে আজও সূত্রধররাই কেবল ঘট আনার অধিকারী। এই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো করা হয়। পরে বছর বাৎসরিক পুজোর সময় সেই ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়।

হট নগর কালীর নামকরণ নিয়ে এলাকায় দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন হট যোগে কোনও একযোগী এখানে সিদ্ধি লাভ করেন তাই এরূপ নামকরণ। আবার কেউ কেউ বলেন মা কালী হঠাৎ নগরে এসেছিলেন তাই হট নগর কালা নামকরণ হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মা কালীর নির্দেশে যে আকোড় গাছের নীচে পাথর দুটি রাখা হয়েছিল সেই গাছ আজও আছে। আশ্চর্যের বিষয় সেই গাছে কোনও কাঁটা নেই, এমনকি ওই গাছের আদি মূলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর পাথর দুটি আজও সেই আকর গাছের নিচে রেখে পূজার্চনা করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় ওই পাথর দুটি ঋতু ভেদে রং পরিবর্তন হয় এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। এই মন্দির নির্মাণেও অভিনবত্ব রয়েছে। মূল মন্দিরের সামনে রাখা হয়েছে, তারিণী সূত্রধরের মাথায় ধানের ঝুড়িতে চেপে মা আসছেন তার মূর্তি। অন্যদিকে, সিদ্ধ পুরুষ হট যোগীর মূর্তি। সবার উপরে শিব। এছাড়াও মূল মন্দিরের ২০-২৫ ফুট উপরে রয়েছে একটি পদ্মফুল যা অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বর্তমানে প্রাচীন পরম্পরা মেনে সূত্রধর পরিবারের সদস্য বিপদতারণ সূত্রধরের ছেলে সুকুমার সূত্রধর যেমন মূর্তি তৈরি করেন, তেমনি বিনোদ ভট্টাচার্যের উত্তর পুরুষ গণেশ ভট্টাচার্য ও গোপাল ভট্টাচার্য এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক দেবমাল্য হালদার বলেন, 'হট নগর কালীপুজো উপলক্ষে এলাকা উৎসবের চেহারা নেয়। হট নগর কালীকে এখানে গ্রাম্য দেবী হিসেবেই পূজা করা হয়ে থাকে। নানান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রথা মেনে ভাতৃদ্বিতীয়ার আগের দিন এখানে কয়েক হাজার মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।'

গুজরাতের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, ২৫ মন্ত্রীর মধ্যে ১৯ জনই নতুন

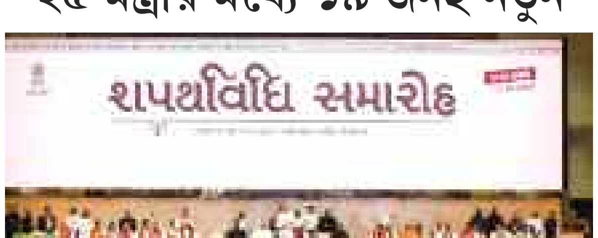

গান্ধিনগর, ১৭ অক্টোবর: শুক্রবার গুজরাতের নতুন মন্ত্রিসভায় ছ'জন পুরাতন এবং ১৯ জন নতুন বিধায়ক-সহ মোট ২৫ জন বিধায়ককে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। হর্ষ সাংভিকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা জাদেজাকেও মন্ত্রী করা হয়েছে। এই ২৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৯ জনই নতুন মুখ।

এদিন গান্ধিনগরের মহাত্মা মন্দিরে অনুষ্ঠিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত ২৫ জন বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করান। হর্ষ সাংভি প্রথম উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তারপরে একে একে বাকি মন্ত্রীরা। উল্লেখ্য, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল শুক্রবার সকালে গান্ধিনগরের রাজভবনে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের অনুমতি চান। এরপর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ কর্মসূচি শুরু হয়।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন গুজরাত মন্ত্রিসভার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ কর্মসূচি শুরু হয়।

আত্মঘাতী হামলা, হত পাকিস্তানের ৭ জওয়ান

করাচি, ১৭ অক্টোবর: আফগান সীমান্তের কাছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় ৭ পাক সেনা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়াও ১৩ জন আহত হয়েছেন।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সাময়িক সংঘর্ষবিরতি চলার মধ্যেই শুক্রবার এই আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুই দেশ ৪৮ ঘণ্টার একটি সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়েছিল, যা এদিন সন্ধ্যা ৭টায় শেষ হওয়ার কথা।

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET

Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504,
E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for:- 1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/19 Date-17/10/2025, Tender ID 2025_ZPHD_927226_1 to 11 Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit www.wbtenders.gov.in for Details. Last Date of application is 06/11/2025, 11.00 A.M.

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas G.P.

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 28/2025-26/APAS/SDRF FUND vide Memo No.: 2869/Bh-I Block, dated 14/10/2025 has been published. Details of N.I.e-T: http://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

2nd Call 2nd Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 28, 29, 30, 31, 32, 33/PW/Eng/25 Dt. 10-06-2025

Bid Submission period: 07.11.25 instead of 14.10.25

Visit to website www.wbtenders.gov.in

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

NABADWIP MUNICIPALITY

RECRUITMENT NOTICE

Filling up of vacancies of Honorary Health Worker (HHW) under Nabadwip Municipality, Nadia, WB 741302

Name of Post : Honorary Health worker (HHW) Memo No.SUDA-11017(16)/1/2021/2974(25).

The last date for Receipt of application is 14/11/2025. Please submit your sealed application in Nabadwip Municipality's Drop Box only. Check the notification from website:Nabadwip Municipality www.nabadwipmunicipality.in

NOTICE INVITING e-TENDER

e NIT No: Bil-II/084/APAS/2025 (Sl No - 1 to 5)

The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 5 (Five) Nos. work under APAS fund. Bid submission closing (online): **24.10.2025 up to 14:00 Hrs.** For details information/downloading/uploading etc. may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://wbetenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bilkanda-II GP

Tender Notice

Batikar Gram Panchayet, Batikar, Birbhum

e-NIT No-04/BatGP/2025-26
Dated-16/10/2025

"All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Batikar Gram panchayet Office."

SD/-
Pradhan
Batikar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিসি-০৮/২৫-২৬ (ওপেন), তারিখ ঃ ১৬.১০.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে/সিপিডব্লিউ/পিডব্লিউডি/এমইএস/সেচ বা অন্য কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় একই ধরনের কাজ সম্পাদনের বাস্তবীয় অতীত অভিজ্ঞতা আছে এরূপ খ্যাতনামা, পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-১৪-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের লোকো ও ক্যারেজ কমপ্লেক্সে হেরিটেজ বিল্ডিং, হেরিটেজ গার্ডেন ও গ্যালারী সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,০২,৫১,০০৩.৭৫ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৫১,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-১৫-২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ভাল্‌ভ ও মিডিয়ার বদল সহ পুরানো ও নতুন ফিল্টার হাউসের সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,১৬,৮৮,২৮৬.৫৪ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,০৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অ-ফেরৎযোগ্য) ঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১১.২০২৫ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।

রেলওয়ে বোর্ডের এল.নং-২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখঃ ৩০.১২.২০২০-এর মাধ্যমে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোন ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য কোন ইএমডি গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোন পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া যায়নি, সেহেতু ইএমডি সিস্টেম পুনরায় চালু হয়েছে। কাজের পরিধি ইঙ্গিতবাহী মাত্র। বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে না। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** টেন্ডার খোলার ১৫ দিন আগে, যে সময়কালে টেন্ডারদাতারা তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭.১১.২০২৫ **তারিখ দুপুর ২টায়** এবং কর্মীবৃন্দ ও নেট সংযোগ প্রাপ্যতার ভিত্তিতে **একই তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোন সময়** টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-238/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/725/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Dulal Dey to H/O Tarak Pal at in Ward No.-04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S. Booth No.-223 (Proposal Serial No.-1) Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 6,43,029.00

Bid Submission end date: 25.10.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-09/2025-2026 & NGP-10/2025-2026, Dated: 09-10-2025** The last date for online submission of tender is **01-11-2025 (Saturday) upto 15:00 Hours.** For details please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P)

OFFICE OF THE NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER

Tender are invited through Offline Bid System under Following Tender **(NIT) No: NGP-11/2025-2026, Dated: 10-10-2025.** The last date for submission of Application is **29-10-2025 (Wednesday) upto 15:00 Hours.**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P)

ই-নিলামের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্ক্র্যাপ বিক্রয়

[illegible] ১৪.১০.২০২৫

অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিভিশন	অতিরিক্ত ই-নিলামের তারিখ
খড়্গপুর ডিপো	২৪.১০.২০২৫ তারিখে

বিঃ দ্রঃ ই-নিলাম কর্মসূচি ও তালিকার বিশদ দেখতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in/e-Auction ওয়েবসাইট দেখুন।

[PR-743] ডিভিশনাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. -

WBMAD/UM/335/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/336/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/337/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/338/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/339/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/340/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/341/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/342/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/343/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/344/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025
WBMAD/UM/345/e-Tender/2025-26 Dated: 16.10.2025

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025p.)Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/727/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road From H/O U Roy to H/O Padu Chaudhury at in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S. Booth No.-278 (Proposal Serial No.-2), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,35,698.00
WBMAD/ULB/RSM/732/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Surface Drain From Dilu Builders to H/O Suman Mukherjee in Ward No.-06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-137, (Proposal Serial No.-11), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,09,124.00
WBMAD/ULB/RSM/733/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Surface Drain From Bata Paschim Kali Bari to H/O Nirmal Dutta in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality/Project Name-A.P.A.S., Booth No.-137, (Proposal Serial No.-12), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,41,593.00
WBMAD/ULB/RSM/734/25-26 Dated 15.10.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Bhola Karmakar to H/O Sonai Karmakar in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality/Project Name-A.P.A.S., Booth No.-137, (Proposal Serial No.-30), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,47,790.00
WBMAD/ULB/RSM/746/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Drain from H/O Nabin Nath house to Rabindra Ghosh Connecting at Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality , Poling Station - 127 , (Proposal SL No- 1. within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 3,19,637.00
WBMAD/ULB/RSM/747/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Drain from Karmakar House to Rabindra ghosh Connecting And Shyamali Ghosh house to Blue Sky & Teyarpara (T.P Lane) in Ward No-17 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No.- 127 (Proposal Serial No.-2) within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,91,172.00
WBMAD/ULB/RSM/748/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Road from Srikanta Pal house to Apurba Ghosh near Goalpukur & Arun Mallick house to Majumder House & Mamun Pramanik house in Ward No - 17 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No.- 127(Proposal Serial No.-3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,45,162.00
WBMAD/ULB/RSM/749/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Drain from Sanjoy Das to Blue Sky, Sadhan Bhattacharya to Somnath House & Subal Ghosh house to Kumorpara connecting in Ward No-17 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No.- 127(Proposal Serial No.-4) within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,23,618.00

Bid Submission end date: 25.10.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the **Website https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 1825, Dt. 14/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_926841_1 Last Date of Bid Submission 06-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the **Website https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 1824, Dt. 14/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under **APAS Programme, 2025_MAD_926711_1_2, Last Date of Bid Submission 06-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 1820, Dt. 14/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_926568_1, Last Date of Bid Submission 06-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 1819, Dt. 14/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_926338_1- 4, Last Date of Bid Submission 06-11-2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

Chakdaha Municipality

Chakdaha, Nadia

Tender Notice

Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no. WBMAD/CM/DRN/APAS/NIT-01/25-26, WBMAD/CM/CC/APAS/NIT-05/25-26, WBMAD/CM/CC/APAS/NIT-06/25-26, WBMAD/CM/CC/APAS/NIT-07/25-26, WBMAD/CM/DRN/APAS/NIT-08/25-26, WBMAD/CM/DRN/APAS/NIT-09/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_925367_1, 2025_MAD_928243_1, 2025_MAD_928119_1, 2025_MAD_928023_1, 2025_MAD_927956_1, 2025_MAD_927879_1** for various development works under APAS scheme under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

Guskara Municipality

Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No: - 16/2025-26 (1st Call), & 17/2025-26 (1st Call),

Memo No: 1116/GM, Dated: - 17.10.2025
Memo No: 1118/GM, Dated: - 17.10.2025

Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for 02 Nos. & 05 Nos. development works at Booth No. 192 & 194 (Ward No. 09 & 11) under APAS Programme at Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 07.11.2025 up to 12.00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

1. Renovation of Park beside Sahid Smriti Math in ward no-13 within Bongaon Municipality under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan (APAS), Booth No-211.

Tender reference:
NIT/195/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025

1. Last date and time of receiving application for tender documents- **31.10.2025 at 4.00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **03.11.2025 at 04.00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **06.11.2025 at 2.00 PM.** 4. Date, time and place for opening of tender document- **06.11.2025 at 04.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaón Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drains, C.C.Roads in different Wards within Bongaon Municipality Under the scheme of "AMADER PARA, AMADER SAMADHAN (APAS)".

Tender reference:
190/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025,
191/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025,
192/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025,
193/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025,
194/BM/2025-26/APAS
Date: 17.10.2025

1. Last date and time of receiving application for tender documents-**30.10.2025 Up to 02-00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **01.11.2025 Up to 02-00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **04.11.2025 Up to 02-00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document-**04.11.2025 Up to 04-00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

Mallickpur Gram Panchayet

Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas

Notice Inviting Tender

Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 27 Nos. scheme vide **NIT No: 318/MGP/2025-26, 319/MGP/2025-26 & 320/MGP/2025-26, Date: 25.09.2025** under **APAS Fund**. Date of Sale of Tender Form : **13.10.2025 to 25.10.2025.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **25.10.2025 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **29.10.2025 at 02:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.

Sd/-
Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

Jagadishpurhat, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-204/NIT-28/1/2025-26, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-204/NIT-28/2/2025-26, iii)WB/HOW/BJPS/JGP-204/NIT-28/3/2025-26, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-204/NIT-28/4/2025-26, Dated-14.10.2025. 1. Fund: 16 th CFC and SBM(G).** Bid submission start date: **15.10.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **23.10.2025 up to 11.00 AM.** Date of opening **25.10.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/817/25-26 Dated 17.10.2025	Installation of 1nos Electrical Mini mast Street light there must be LED glow sign board with name & Picture of MP, at Ultila Sporting Star Club, AT WARD NO_27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,07,295.37/-
WBMAD/ULB/RSM/818/25-26 Dated 17.10.2025	Installation of 1nos Electrical Mini mast Street light there must be LED glow sign board with name & Picture of MP, in Rothtala Road junction of Panna Kalor Chapor Dokan, AT WARD NO_26 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.1,07,295.37/-
WBMAD/ULB/RSM/819/25-26 Dated 17.10.2025	Supply, Erection, Installation and Commissioning of 6 mtr Minimast LED Light Delhi in Kumartuli near Karbala Kalimandir, at Ward No 27 under Rajpur Sonarpur Municipality. E- office scan no-2872229/2025/2023/DPLO (Proposal), 2022/09/2023/DPLO (Est)	Rs.1,07,295.37/-

Bid Submission end date: 08.11.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender Notice No :-004/TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 16/10/2025, 005/TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 16/10/2025, 006/TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 16/10/2025, 007/TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 16/10/2025, Tender Id- A) 2025_ZPHD_923994_1 to 2025_ZPHD_923994_4, B) 2025_ZPHD_924846_1, C) 2025_ZPHD_924886_1, D) 2025_ZPHD_924950_1

Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Roads/Drainage/Solar Water plant/Tubewell materials supply) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website- i.e, **http://wbtenders.gov.in**

Last date and time for downloading of tender documents	29/10/2025 up to 17.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	29/10/2025 up to 17.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	03/11/2025 after 12.00 Hrs . (as per Server clock)

*** Information to bidders:**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-

Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/714/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Santosh Sharma towards Amal Ghosh house at Ward No-22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 187, Proposal SL No-1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,19,370.00
WBMAD/ULB/RSM/715/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Jia Samanta towards Shibu House at Ward No- 22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 187, Proposal SL No-2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,02,585.00
WBMAD/ULB/RSM/716/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Surya towards Biswajit Biswas house at Ward No- 22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 187, Proposal SL No-3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,56,467.00
WBMAD/ULB/RSM/717/25-26 Dated 15.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Bapi Roy towards Jotirmoy house at Ward No- 22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 187, Proposal SL No-4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,38,398.00
WBMAD/ULB/RSM/718/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Buddheswar Halder to Rama Paloi at Subhaspally in Ward No.- 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 31 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,31,884.00
WBMAD/ULB/RSM/719/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Paresh Mondal to Sukumar Mondal at Subhaspally in Ward No.- 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 31 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,06,248.00
WBMAD/ULB/RSM/720/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Shaban Chakraborty to Dabalal Naskar in Subhaspally in Ward No.- 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 31 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,80,750.00
WBMAD/ULB/RSM/721/25-26 Dated 15.10.2025	Repair Upgradation work of Concrete Road from Surendra More to Sunil Halder at Subhaspally in Ward No. 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 31 (Proposal Serial No - 04), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,05,733.00
WBMAD/ULB/RSM/722/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Suresh Sardar to Dinesh Sardar at Domath in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No.-58 (Proposal Serial No : 01) within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,38,458.00
WBMAD/ULB/RSM/723/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Rupak Gayen to Rabin Mondal at Purba Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 58 (Proposal Serial No : 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,46,750.00
WBMAD/ULB/RSM/724/25-26 Dated 15.10.2025	Repair Upgradation Work of Drain from Radhanagar Road to Canal par at Purba Ghasiara in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 58 (Proposal Serial No : 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,70,063.00
WBMAD/ULB/RSM/725/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Debasish Pal to Radhanagar Road at Katpala in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No.-58 (Proposal Serial No : 00) within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,92,878.00
WBMAD/ULB/RSM/735/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Biswajit Mondal to Sudhanshu Ghosh at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 60 (Proposal Serial No : 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,49,435.00
WBMAD/ULB/RSM/736/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dibakar Naskar to Nimai Das via Kabita Naskar at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-60 (Proposal Serial No : 06), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,42,403.00
WBMAD/ULB/RSM/737/25-26 Dated 15.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Tanmoy Gayen to Sridhar Patra at Ghasiara M. Para in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No.-60 (Proposal Serial No : 02) within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,16,272.00

Bid Submission end date: 25.11.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ [illegible] তারিখ ১৩.১০.২০২৫। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

(SDAH-[illegible]/2025-26)

[illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/770/25-26 Dated 16.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Sahadev Barik towards Sujan Pramanik at Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 118, Proposal SL No- 2 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,56,467.00

Bid Submission end date: 25.10.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/760/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from N.S. Bose Road to E.M Bypass(Jhilbar Road) of Ward No.-27 & 28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 7,73,178.00

Bid Submission end date: 05.11.2025 at 11-00 am. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/773/25-26 Dated 16.10.2025	The Construction of Proposed U.G. Pipe Line Dia = 450mm(NP2) (Length 220 Cm) from Prasanti Abasan to Sanjoy Chakraborty house via Dr. Ratanan Ghosh house of Ward No. 28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 22,76,041.00

Bid Submission end date: 05.11.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/767/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Halderpara More to Junior Sporting club of Ward No. 27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 4,02,204.00
WBMAD/ULB/RSM/768/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Kalibazar to Bidhan Ch. School(Lake Garden Road) of Ward No.-21 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 3,81,640.00
WBMAD/ULB/RSM/769/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Bhuteswartala Student Club of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 4,29,169.00
WBMAD/ULB/RSM/771/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from E.M Bypass to Rocket of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 3,92,198.00
WBMAD/ULB/RSM/772/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Khudiram Metro Station Road to Holdish Sangha via P.K Ghosh Memorial School of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 4,18,870.00

Bid Submission end date: 05.11.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/766/25-26 Dated 16.10.2025	The Repairing of Bituminous Road from Hindusthan road to Haluai Khal of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 4,71,594.00

Bid Submission end date: 05.11.2025 at 13-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/765/25-26 Dated 16.10.2025	The Renovation of Bituminous Road from Harital School to E.M Bypass Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,30,402.00

Bid Submission end date: 05.11.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Pratapnagar Gram Panchayat

Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide e-Tender No : **WB/S24PGS/PGP/136/2025-26, WB/S24PGS/PGP/137/2025-26, Date: 15.10.2025 & e-Tender No.: WB/S24PGS/PGP/179/2025-26, WB/S24PGS/PGP/180/2025-26, WB/S24PGS/PGP/181/2025-26, Date: 16.10.2025. Total Scheme- 59 Nos., Fund-APAS.** Bid Submission Start Date : **16.10.2025 at 05:00 PM.** Last Date of Submission : **27.10.2025 up to 12.00 PM.** Date of Opening of Tender : **29.10.2025 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting Tenderissued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/537 dated October 14, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_924740_1** is hereby invited from reputed, registered, eligible & resourceful Service Providers/Agencies/Firms having sufficient experience and adequate credentials for entering into Non-Comprehensive Annual Maintenance Contract for its:-i) 6.6KV / 0.415 KV Sub-Station located at the Ground Floor and ii) Electrical Installations installed at all 10 [Ten] Floors of the ICMARD Building only excluding the areas of the 4th, 5th, 7th, 8th & 9th Floors of the Building let out to different Tenants.

The last date for submission/uploading of Bid through online is **November 03, 2025.**

For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

Sd/-
October 14, 2025 **Managing Director**

সরস্বতী পূজা ও জীবনানন্দের অভিশপ্ত জীবন

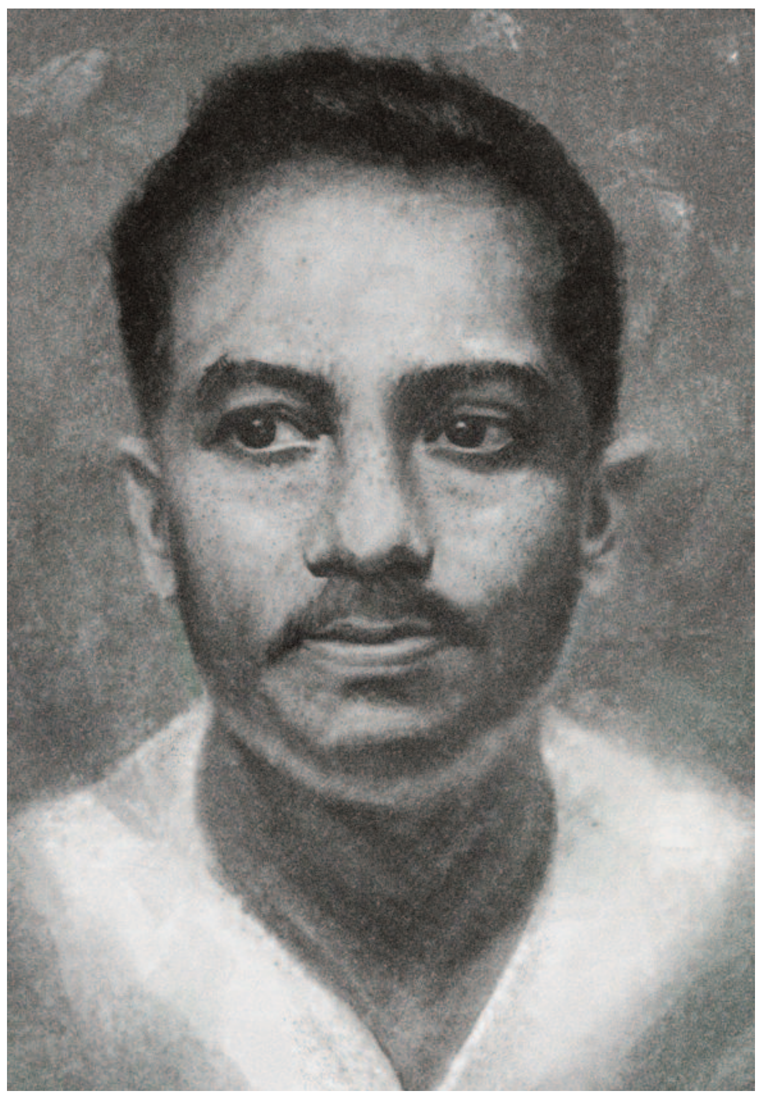

১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি না দিলে তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়, তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কই সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু দাঁড়িয়েছিলেন, বিপক্ষে তেমনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্রাহ্মদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিয়ে সরস্বতী পূজা থেকে বিরত থাকার কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে কোনো আদর্শকে আরোপ করার বিপক্ষে ছাত্রদের পাশে শুধু দাঁড়াননি, রীতিমতো 'হিন্দু ছাত্রদের তোল্লাই' দিয়ে যান। এই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৪-এ বহরমপুর জেলে (বর্তমানে মেন্টাল হসপিটাল) থাকার সময় আন্দোলন করেই সরস্বতী পূজা করেছেন।

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা স্বাভাবিক মনে হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা নিয়ে কম বিতর্কও হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিসরে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ-আন্দোলন দেখা দেয় । বিগত বছরেও (২০২৩) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । কলেজে বা পরে পরিবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সরস্বতী পূজা না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় মনোভাবই সেক্ষেত্রে বিতর্ককে উজ্জীবিত করেছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিকে না মেনে চলার সদিচ্ছায় ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার যুক্তির ছকে পক্ষে-বিপক্ষের মধ্যে এরকম বিতর্ক অস্বাভাবিক নয়। তাতে গণতান্ত্রিক আবহই সজীবতা লাভ করে । অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সরস্বতী পূজা না হলেও কলেজের হোস্টেলে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজমানসের আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ছিল। সেকথা তারই প্রাক্তনী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা প্রত্যক্ষ করেছেন । আবার তিনিই স্কুলজীবন থেকে জাতপাতের শিকার হয়েছেন। স্কুলে সরস্বতী পূজায় তিনি ব্রাহ্মণ না হওয়ায় অঞ্জলি দিতে না পারাতেই তাঁর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা জেগে উঠেছিল । তাঁকে আজীবন অব্রাহ্মণত্বের মূল্য দিতে হয়েছে । যেখানে বিদ্যার দেবীর পূজায় অবিদ্যার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে,সেখানে ধর্মীয় যুক্তির অসারতা আপনাতেই গুরুত্ব হারায়। অন্যদিকে সরস্বতী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশকেও কম মূল্য চুকাতে হয়নি! আজীবন তাঁকে সরস্বতী পূজার শিকার হতে হয়েছে ।

১৯২৮-এ ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি না দিলে তা নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়, তীব্র বিতর্ক দেখা দেয় । সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কই সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল। ছাত্রদের পক্ষে যেমন সুভাষ চন্দ্র বসু দাঁড়িয়েছিলেন, বিপক্ষে তেমনই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি নিজেও ছিলেন ব্রাহ্ম। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্রাহ্মদের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিয়ে সরস্বতী পূজা থেকে বিরত থাকার কথা বলাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে কোনো আদর্শকে আরোপ করার বিপক্ষে ছাত্রদের পাশে শুধু দাঁড়াননি, রীতিমতো 'হিন্দু ছাত্রদের তোল্লাই' দিয়ে যান। এই সুভাষচন্দ্রই ১৯২৪-এ বহরমপুর জেলে (বর্তমানে মেন্টাল হসপিটাল) থাকার সময় আন্দোলন করেই সরস্বতী পূজা করেছেন। সেখানে পূজার সুযোগে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করার উদ্দেশ্যের কথাও উঠে আসে । যাইহোক, সিটি কলেজে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জীবনানন্দের । তাঁকে এজন্য আজীবন ভুগতে হয়েছে । রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্রদের কলেজের কিছু অধ্যাপকও সমর্থন জানিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দও একজন । ব্রাহ্ম হলেও তাঁর মনে উদার মনস্কতার কোনো অভাব ছিল না। বিশেষ করে জোর করে আদর্শ চাপানোর তিনি বিরোধী ছিলেন । এই উদারতার মাশুল তাঁকে শুধু উদরেই দিতে হয়নি, কবিজীবনেও মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইতে হয়েছে মৃত্যুর পরেও। কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবে শেষ পর্যন্ত রামমোহন হোস্টেলে পূজা বন্ধ হয়ে যায় । অন্যদিকে কলেজ বেশকিছু অধ্যাপকের ছাত্রদের সমর্থন করায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দও ছিলেন । কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অবশ্য জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশকে চিঠি লিখে পরে কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলে আবার অধ্যাপনায় ফেরানোর কথা জানিয়েছেন । আসলে এই ঘটনায় হোস্টেলের কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়, পরে অনেকে স্বেচ্ছায় চলে যায় । এতে কলেজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জীবনানন্দ চাকরি চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার আর্থিক অবস্থার চেয়ে ছাত্রদের সমর্থন জানানোর বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । কলেজে সুস্থিতি ফিরে এলেও জীবনানন্দ আর চাকরিটি ফিরে পাননি।

তখন কলকাতায় ব্রাহ্মদের আধিপত্যের মরশুম । স্কুল কলেজে,শিক্ষা বিভাগে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত । ব্রাহ্ম হলে সহজেই সুযোগ সুবিধা মিলত। ১৯২১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম এ পাশ করে ১৯২২-এ তেইশ বছরের জীবনানন্দ সহজেই সিটি কলেজে অধ্যাপনার(জুনিয়র লেকচারার) চাকরি পেয়েছিলেন । ইতিমধ্যে 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, ১৯২৭-এ প্রথম কাব্য 'ঝরা পালক'ও বেরিয়েছে । আবার বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'প্রগতি' পত্রিকায় কবি জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ কবিত্ব বিষয়ে প্রায় নিয়মিত লিখে চলেছেন । অন্যদিকে ১৯২৮-এ সজনীকান্ত দাশ তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা উল্লেখ করে তুলোধোনা করা শুরু করেছেন। সেক্ষেত্রে খ্যাতি যত না হয়েছে, কলঙ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়েছে । সিটি কলেজের দ্বার কবির কাছে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দেশ'-এ প্রকাশিত(২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) নিবন্ধে ('সূর্য ও সাতটি তারার তিমির') লিখেছেন, 'পরে আর একবার জীবনানন্দ এই সিটি কলেজেই চাকরির চেষ্টা করেছিলেন,তখন তাঁর কবিতা অশ্লীল, এই ছুতো দেখানো হয়েছিল ।' আসলে সিটি কলেজের চাকরি চলে যাওয়ার পরেও জীবনানন্দ আশা ছিল ব্রাহ্মদের স্কুল-কলেজে একটি চাকরি জোগাড় করতে পারবেন । ব্রাহ্ম হওয়ায় অল্প বয়সে সিটি কলেজের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলই। এজন্য তিনি ব্রাহ্ম রথী-মহারথীদের ধরাধরিও করেন। তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছেন । জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর 'জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৩১' শীর্ষক ভূমিকায় ('বিভাব, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা'য় জানিয়েছেন, 'চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি, পায়ে-পায়ে প্রচুর ঘুরেছেন, চিঠিচাপাটি জোগাড় করেছেন ও চিঠি লিখেছেন, কারো কারো বাড়িতে তোষামোদ করতে গিয়ে নির্ভেজাল অপমানিত হয়েছেন — কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে নি; পুনর্নিয়োগের প্রশ্নে এবার অন্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তিনি অশ্লীল কবিতা লিখেছেন ।' আসলে ইতিমধ্যেই বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে। বেকারেত্বর তীব্রতায় বিধ্বস্ত জীবনানন্দ বছরখানেকের দাম্পত্যজীবনেও সুখী হতে পারেননি। তার উপরে মিথ্যে কলঙ্কের দায় তাঁকে বইতে হয়েছে।

১৯২৮-এ সিটি কলেজ থেকে চাকরি চলে যাওয়ার পর ১৯৩১-এ (শ্রাবণ ১৩৩৮) 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেবছরের সেপ্টেম্বরে কবিতাটিকে তীব্র সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করে সজনীকান্ত দাস কবি জীবনানন্দ দাশকে অশ্লীল কলঙ্কের রাজটিকা পরিয়ে দেন। অথচ সেই কবিতাটি সিটি কলেজে বহিষ্কারের তিন বছর পরে প্রকাশিত হলেও তা তাঁর নতুন করে কর্মজীবনের পথেই শুধু বাঁধা হয়ে ওঠেনি, তাঁর কবিজীবনের মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত জীবনানন্দ কাঠ বেকার হয়ে ছিলেন । অন্যদিকে যে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন সুদীর্ঘকাল,তিনিই তাতে বিস্ময়কর ভাবে অক্ষয় সিল মেরে দিয়েছেন। জীবনানন্দর মৃত্যুর পর ১৯৫৫-তে 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণ'-এ তিনি জানিয়েছেন , 'এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্যে নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন।' প্রথমত, সিটি কলেজে বহিষ্কারের সঙ্গে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির কোনো যোগ নেই । বহিষ্কারের বছরতিনেক পরে সেটি 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, অশ্লীলতার দোষে তাঁর সেই চাকরি যায়নি । সেক্ষেত্রে সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার সমর্থনই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে জীবনানন্দ দাশের অধ্যাপনার চাকরি থেকেই বঞ্চিত করেনি, মৃত্যুর পরেও মিথ্যা অপবাদের অভিশাপ করে তুলেছে, ভাবা যায়!

বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ

সুদর্শন নন্দী

মন্দিরের দেশ মল্লভুম আমাদের এই রাজ্যেই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের চারপাশে বিস্তীর্ণ ছিল এই রাজ্য। আজ বাঁকুড়া জেলার অন্যতম মহকুমা শহর হলেও বিষ্ণুপুর একসময় মল্লারাজাদের গৌরবময় রাজধানী ছিল। মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের রাজারা সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রায় বারশ বছর রাজত্ব করেছেন। এখানকার রাজাদের অমর কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেশে। মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরও বলা হয় শহরটিকে। কারণ সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মন্দির। আর রাজা বীরহাম্বির তথা হাম্বিরমল্লের আমলে এখানে গড়ে ওঠে প্রচুর মন্দির। মন্দিরের টেরাকাজের আকর্ষণ অবর্ণনীয়। যদিও মন্দিরগুলির মধ্যে অনেক মন্দিরের আজ জীর্ণ দশা। মন্দিরের শিল্পকলার টানে আজও পর্যটকরা ভিড় করেন ঐতিহাসিক এই শহরে। আসেন বিদেশী পর্যটকেরা। এটা উল্লেখ করাও বাহুল্য হবে না যে, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানা একসময় ভারতীয় সঙ্গীতের বহুল চর্চিত বিষয় ছিল। এখানকার সঙ্গীত বিশারদদের মধ্যে যদুভট্ট, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় , জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী প্রমুখরা ছিলেন দিকপাল। যাইহোক, আমাদের বিষয় বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ ঘিরে। এ এক অতুলনীয় স্থাপত্য।

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটি দেখার মতো। বিখ্যাত এই রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন হাম্বিরমল্ল , ১৬০৭ সালে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের জন্য ষোড়শ শতকে রাজা বীরহাম্বির বিষ্ণুপুরে এই স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন। রাসমঞ্চ ছাড়াও পাশাপাশি রয়েছে তিনটি বিখ্যাত মন্দির — জোড়বাংলা, শ্যামরাই এবং রাধেশ্যাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসমঞ্চের ছবিই রাজ্য পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে বিষ্ণুপুরের পাতার 'ব্যানার'।

১৬০৭ সালে নির্মিত মল্লরাজ বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরে যে রাসমঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি এক অভূতপূর্ব স্থাপত্যকলার নিদর্শন। এই মঞ্চটিতে বাংলার সনাতন মন্দিরস্থাপত্যের সঙ্গে মিশরীয় পিরামিড ও ইসলামী স্থাপত্যশৈলী মিল দেখা যায়।

এহেন রাসমঞ্চের নির্মাতা রাজা বীরহাম্বীর সম্বন্ধে দু এক কথা জেনে নেওয়া যাক। তিনি ছিলেন এক বীর যোদ্ধা যিনি বৈষ্ণব ধর্মে নিমজ্জিত হয়ে যান পরবর্তীকালে। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সমসাময়িক এবং মুঘল-পাঠান সংঘর্ষে মুঘল বাহিনীর অন্যতম সহায়ক। এই দুর্ধষ মল্লযোদ্ধাই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এরপরই তিনি নির্মাণ করেন অসংখ্য মন্দির। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মল্লভুমকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলে ডাকতেন। বীরহাম্বীরের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ এই রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চটি একটি চওড়া বেদীর উপর নির্মিত। বেদীটি নির্মিত হয়েছে মাকড়া পাথর দিয়ে। তাকে চারপাশে ঘিরে আছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল। বেদীটি বর্গাকার। চারদিকই সমান। বেদীর উচ্চতা ১.৬ মিটার, প্রস্থ ২৪.৬ মিটার। রাসমঞ্চটির উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মাথাটি একটি স্বল্পপরিসর ছাদের মতো। সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে চার দিক দিয়ে। চূড়াটি মিশরের পিরামিডের মতো দেখতে। চূড়ার পাদদেশে চারটি করে দোচালা ও প্রত্যেক কোণে একটি করে চারচালা নির্মিত হয়েছে। এভাবেই চারটি দিকই নির্মিত। বাইরে থেকে ভেতরের দেওয়ালগুলি কতকগুলি খিলানের সমষ্টি। খিলানগুলির ধাঁচে রয়েছে মুসলমানী স্থাপত্যের অনুসরণ। বাইরের খিলানের গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পূর্বের দেওয়ালে গায়ক-বাদকদের ছবি দেওয়া পোড়ামাটির প্যানেল রয়েছে। প্রতি দেওয়ালে খিলানের সংখ্যা সমান নয়। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণ দিকের ছোট ঘর ঘিরে প্রথম স্তরে প্রতি দিকে পাঁচটি খিলান, দ্বিতীয় বা মাঝের স্তরে আটটি এবং তৃতীয় তথা বাইরের দিকে দশটি করে খিলান রয়েছে বর্গাকৃতি এই স্থাপত্যটির প্রতি দিকে। এক কথায়, গর্ভগৃহটি দেওয়াল-দ্বারা ঘেরা নয়। রাসমঞ্চের গর্ভগৃহ ও পাশের কক্ষটিকে ঘিরে রয়েছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল যার প্রথম সারিতে মোট কুড়ি, দ্বিতীয় সারিতে মোট বত্রিশ, বাইরের সারিতে খিলানের সংখ্যা চল্লিশ। রাস উৎসবের সময় মল্ল রাজবংশের পূজিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলি রাসমঞ্চে নিয়ে আসা হত। জানা যায়, ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রাসমঞ্চে মহাসমারোহে রাস উৎসব হয়ে এসেছে।

রাসমঞ্চ এক অভিনব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। এমন স্থাপত্য শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে বিরল। আগেই বলেছি, এক সময়ে এই রাস পূর্ণিমাতে রাসমঞ্চ জুড়ে রাস উৎসব হতো। এলাকার নামও রাসতলা। কিন্তু আজ আর সেই রাজাও নেই, নেই সেই রাস উৎসব যদিও বিষ্ণুপুর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তবে এখন অধিকাংশ মন্দিরে নিরাপত্তার কারণে বিগ্রহ রাখা হয় না। তবে আলাদা আলাদা রাস হয় কৃষ্ণগঞ্জ আটপাড়া ষোলোআনা কমিটির রাধালাল জিউ, মাধবগঞ্জ এগারো পাড়া ষোলোআনা কমিটির রাধামদনগোপাল জিউ ও বাহাদুরগঞ্জে চৌধুরীদের পারিবারিক বিগ্রহের। বিষ্ণুপুরের জাঁকজমক ভাবে রাস উৎসবের কথা বললে বিষ্ণুপুরের এই দুই গঞ্জের (কৃষ্ণগঞ্জ ও মাধবগঞ্জ) রাস উৎসবই বোঝায়। আর বিষ্ণুপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রাসতলায় মল্লরাজ বীরহাম্বীর প্রতিষ্ঠিত মাকড়া পাথরের ঐতিহাসিক তথা বিখ্যাত রাসমঞ্চটি বর্তমানে শুধুই পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সিউড়িতে উদ্বোধন হলো নতুন সোনার গহনার শোরুম তারাশ জাভেরী। উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী মনামি ঘোষ। ধনতেরাস উপলক্ষে হিরে,ও সোনার গহনায় দেওয়া হচ্ছে ছাড়। জানালেন কর্ণধার মোয়াজ আহমেদ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

মোহনবাগানের স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে প্রশ্ন, সমর্থকদের মাঠে চান মোলিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ডার্বি ঘিরে উত্তেজনা। আর পাঁচটা ডার্বির আগের দিন যেমন হয় ঠিক তেমনই। দুপক্ষের কোচেরাই বলছেন, ডার্বি জয়ই লক্ষ্য, নিজেদের নিয়ে বেশি ভাবছেন, প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবছেন না। সকালে যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে অনুশীলন করল ইস্টবেঙ্গল, বিকেলে পাশের মাঠে নামলেন জোসে মোলিনার মোহনবাগান। সকালের যুবভারতীতে নাটকীয় মুহূর্ত। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন চলাকালীন যুবভারতীর পাশের হোটেল থেকে এক ‘গুপ্তচর’কে দেখা যায় ভিডিও করতে।

এই হোটেলেই থাকেন মোহনবাগানের একাধিক বিদেশি ফুটবলার ও কোচিং স্টাফেরা। সেই প্রসঙ্গ উঠতে বিনো জর্জ মোহনবাগানের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই মোহনবাগানকে সম্মান জানালেন বিনো জর্জ, বললেন, দেশের অন্যতম সেরা দল। তবে ৩০ তম আইএফএ শিল্ড জিততে তারাও মরিয়া। বিনো জর্জের কথায়, ‘সমর্থকদের কাছে ডার্বির মাহাত্ম্য অনেক, তাই জেতার জন্য ঝাঁপাবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। মাঠের মধ্যে খেলা হয় ১১ বনাম ১১, মোহনবাগানও তাদের সমর্থকদের ভালো খেলা উপহার দিতে চায়। আমরা আমাদের লক্ষ্য ঠিক রাখছি। আমাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ভালো খেলতে হবে।’

জাতীয় দল থেকে ফিরে ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন নাওরেম মহেশ সিং ও আনোয়ার আলি। অনুশীলনে সাইডলাইনে দেখা গেল রামসঙ্গা, প্রভাত লাকরা ও নন্দকুমারকে। জাপানিস ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকিকে রেখেই সম্ভবত ডার্বির ছক কষবেন লাল-হলুদ হেড কোচ অস্কার ব্রুজো। হামিদ শুরু থেকে নামেন, নাকি হিরোশি সেটাও অস্কারের মাস্টারমাইন্ডই বলবে। ডিফেন্সে কেভিন সিবিল্লের সঙ্গে আনোয়ার আলি শুরু করলেও মহেশ প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ লেফট উইংয়ে বিপিন সিং অনবদ্য ফুটবল খেলছেন। ফলে বিপিনকে বসানোর ঝুঁকি অস্কার নেবেন না।

অন্যদিকে বিকেল পাঁচটা থেকে অনুশীলন করল মোহনবাগান। ১৫ অক্টোবর কিশোর ভারতীর উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর সমর্থকরা হয়তো ডার্বি বয়কট করতে পারেন। কোচ মোলিনা অবশ্য চাইছেন, সমর্থকরা গ্যালারি ভরিয়ে দিক, দলকে সমর্থনের জন্য গলা ফাটান। বাগান হেড স্যর বললেন, ‘আমরা জানি সমর্থকরা খুশি নয়। ফুটবলাররা ইরান যেতে চায়নি। আমার কোনও সমস্যা ছিল না। এখন জিতলেই সমর্থকরা খুশি হবে। সেটাই ফুটবলারদের বোঝাচ্ছি। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, অন্তত ৯০ মিনিট দলকে সমর্থন করুন। তারপর আবার নিজেদের অবস্থানে থাকুন।’

ইস্টবেঙ্গলের নতুন জাপানিজ ফরোয়ার্ডকে নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাচ্ছেন না তিনি। বলেন, ‘হিরোশি ভালো ফুটবলার। কিন্তু সেটা আমাদের সমস্যা নয়। আমাদের জন্য সব ম্যাচই কঠিন। রবসন ও মিগুয়েলের মধ্যে দ্বৈরথ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রবসন উইঙ্গার এবং সেকেন্ড স্ট্রাইকার, মিগুয়েল মিডফিল্ডার। তাহলে দ্বৈরথ হবে কীভাবে। সব মিলিয়ে আগামীকালের ম্যাচটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং- (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭২৫; মোবাইল নং- ৭০০৪২৮৬৩৬০ / ৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN-L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী- ৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও লোন অ্যাকাউন্ট	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	সুদীপ বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা) এবং নূপুর বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং- ০১৩৫৬৭৫১০০০০৩০৬৭ এবং ১১৭১৬৭৫১০০০০২০১১	১) ২৫.০৭.২০২৫ ২) ১৩-১০-২০২৫ ৩) **৪,৯০,৫৮৬.৯৫ টাকা** (চার লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা ও পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) বকেয়া আছে (অ্যাকাউন্ট নং- ০১৩৫৬৭৫১০০০০৩০৬৭- ৩,২৬,৬১৭.৮৭ টাকা ২১-০৬-২০২৫ তারিখের হিসাবে বকেয়া (সুদ গণনা করা হয়েছে ২৯-০৪-২০২৫ পর্যন্ত) সেই সঙ্গে ৩০-০৪-২০২৫ থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী আরও সুদ সহ এবং অ্যাকাউন্ট নং- ১১৭১৬৭৫১০০০০২০১১-১,৬৩,৯৬৯.০৮ টাকা ১০-০৪-২০২৫ তারিখের হিসাবে বকেয়া (সুদ গণনা করা হয়েছে ০৯-০৪-২০২৫ পর্যন্ত)। (এইচএল এবং এলআইপি) আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে।	৩ কাঠা ৬ ছটাক জমির সকল অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত ৬৪৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ পরিমাপ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ২০১, মৌজা- বেলঘরিয়া, থানা- বেলঘরিয়া, দাগ নং ৩৮৭০, জে.এল. নং ৩, ই/পি নং ৪৭২, এসপি নং ৮২৭, ওয়ার্ড নং ৩৫, হোল্ডিং নং ৮৪৪, প্রেমিসেস নং ৩/১৫৬, যতীন দাস নগর, কামারহাটি পৌরসভার অন্তর্গত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ- উত্তর- কলোনি রোড; দক্ষিণ- ই/পি নং ৪৮৫; পূর্ব - ই/পি নং ৪৭৩; পশ্চিম- কলোনি রোড। উপরোক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি এতদ্দ্বারা সম্মিলিতভাবে ‘সুরক্ষিত পরিসম্পদ’ হিসাবে অভিহিত, যার সাথে যুক্ত আছে সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো যা মাটির সাথে সংলগ্ন বা স্থায়ীভাবে মাটির সাথে সংলগ্ন কিছুর সাথে আবদ্ধ। **রেজিস্টার্ড হস্তান্তর দলিল নং ৮৩৯৫ তারিখ ২৪-০৯-২০০৯ সুদীপ বিশ্বাসের পক্ষে।**
২.	অনন্যা সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং অভিজিৎ ভাস্কর দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং- ০১৮৪৬৭৫১০০০০২১৭৬৬ এবং ০১৮৪৬৭৫১০০০০২১৭৭৫	১) ২৯-০৭-২০২৫ ২) ১৩-১০-২০২৫ ৩) **৪৩,৫৮,৯৬০.১৬ টাকা** (তেতাল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয় শত ষাট টাকা ও ষোল পয়সা মাত্র) যা ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের হিসাবে বকেয়া (সুদ গণনা করা হয়েছে ০৯-০৪-২০২৫ পর্যন্ত) সেই সঙ্গে ১০.০৪.২০২৫ থেকে আরও সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ সহ।	**দলিল নং আই-১১০২৯ সাল ২০২৩:** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং- এ, উত্তর দিক, চতুর্থ ফ্লোর, প্রেমিসেস নং- ডিসি ১৩, শাস্ত্রী বাগান, পোঃ- দেশবন্ধু নগর, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫৯-এ অবস্থিত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ- উত্তর- আভা অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণ- তমাল বোস ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা। সেই সঙ্গে এর উপর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অবস্থিত সমস্ত এবং একক কাঠামো ও নির্মাণ সহ।
৩.	রাজা দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং লিপি দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং- ০৪০০৬৭৫১০০০০৩৪৭৬, ০৪০০৬৭৫১০০০০৩৪৮৩ এবং ০৪০০৬৭৫১০০০০৩৬১২	১) ২৯-০৭-২০২৫ ২) ১৬-১০-২০২৫ ৩) **১৯,৮২,২৫৮.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ বিরাশি হাজার দুই শত আটান্ন টাকা মাত্র) যা ১১-০৭-২০২৫ তারিখের হিসাবে বকেয়া সেই সঙ্গে আরও সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ সহ।	দলিল নং আই-০৪১০৪ সাল ২০১৮: স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ১৪ ডেসিমেল এবং সুর অ্যাপার্টমেন্ট (জি +৪) নামক বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং-এ৩, দ্বিতীয় ফ্লোর, হোল্ডিং নং- এফ ৫৭/৩৪৮/৫৮, আর.এস এবং এল.আর. দাগ নং- ৩৪৮, খতিয়ান নং- ২৩৭ ও ৪৬০, ৫৭ নং কাঁচরাপাড়া মৌজা, মহকুমা ও পৌরসভা- কল্যাণী, দোল মন্দির রো, পো. ও থানা- কল্যাণী, ঈশ্বর গুপ্ত লাইব্রেরী/নারায়ণা স্কুলের কাছে - কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫-এ অবস্থিত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ- উত্তর- মানিক বিশ্বাসের বাড়ি দ্বারা; দক্ষিণ - খালি জমি দ্বারা; পূর্ব- সাধারণ রাস্তা দ্বারা, পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা দ্বারা। সেই সঙ্গে এর উপর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অবস্থিত সমস্ত এবং একক কাঠামো ও নির্মাণ সহ।
৪.	দুলাল দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং রবিশঙ্কর দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং- ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৬০৯ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৬১৬	১) ২৯-০৭-২০২৫ ২) ১৬-১০-২০২৫ ৩) **১৪,২৫,৬৭৩.০০ টাকা** (চোদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয় শত তিয়াত্তর টাকা মাত্র) যা ০৯-০৪-২০২৫ তারিখের হিসাবে বকেয়া সেই সঙ্গে আরও সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ সহ।	**গিফট ডিড নং আই-০৫৭৬২ সাল ২০১৭ (দুলাল দাসের নামে):** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- নৃসিংহাপুর, জেএল নং-১৬, তৌজি নং- ৯, খতিয়ান নং ২০৪১ (অঞ্জলি দাসের নামে), আরএস দাগ নং-১৪২২/২৯০০ (ভিটি), এলআর দাগ নং- ১৫১৯, মোট জমির পরিমাণ ৪ ডেসিমেল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, থানা ও এডিএসআর- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ- উত্তর- বিশু চক্রবর্তীর সম্পত্তি; দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- রতন বিশ্বাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- রবিশঙ্কর দাসের সম্পত্তি। **গিফট ডিড নং আই-০৫৭৬৩ সাল ২০১৭ (রবিশঙ্কর দাসের নামে):** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- নৃসিংহাপুর, জেএল নং-১৬, তৌজি নং- ৯, খতিয়ান নং ২০৪১ (অঞ্জলি দাসের নামে), আরএস দাগ নং -১৪২২/২৯০০ (ভিটি), এলআর দাগ নং- ১৫১৯, মোট জমির পরিমাণ ৪ ডেসিমেল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, থানা ও এডিএসআর- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, যার চতুর্সীমা নিম্নরূপ- উত্তর-- বিশু চক্রবর্তীর সম্পত্তি; দক্ষিণ-- রাস্তা; পূর্ব-- দুলাল দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- সুকুমার রায়ের সম্পত্তি। সেই সঙ্গে এর উপর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অবস্থিত সমস্ত এবং একক কাঠামো ও নির্মাণ সহ।

তারিখ: ১৮.১০.২০২৫, স্থান: কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংক
WEST BENGAL GRAMIN BANK
Scheduled Bank Owned by Government

বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান,
পিন-৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- (০৩৪২) ২৫৬১০১৬, আমাদের ইমেল করুন: burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in -তে

দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] পরিশিষ্ট ৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নিম্নে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টারের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখল বিজ্ঞপ্তি খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	**ঋণগ্রহীতা: ক) শেখ ইমামুল,** পিতা - শেখ আজিজুল হক, গ্রাম ও পোঃ - খানো, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শেখ নাজমুল হক,** পিতা - শেখ আজিজুল হক, গ্রাম ও পোঃ - খানো, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ক) কাজী আলী ইমাম,** পিতা - কাজী আলী হোসেন, গ্রাম ও পোঃ - খানো, পূর্ব বর্ধমান, থানা - গলসি, পিন - ৭১৩১৪১। **খ) রাজরানী শেখ,** স্বামী- আজিজুল শেখ, গ্রাম ও পোঃ - খানো, পূর্ব বর্ধমান, থানা - গলসি, পিন - ৭১৩১৪১। **শাখা: সতীনন্দী**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, মৌজা- খানো, জে.এল. নং-১০৪, এল.আর. প্লট নং- ৬৮০২, এল.আর. খতিয়ান নং-৩৩৫৬, ৩৩৫৭, জমির পরিমাণ - ০.০৩ একর, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, থানা- গলসি-এর অন্তর্গত, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তিটি শেখ ইমামুল ও শেখ নাজমুল হকের নামে, বন্ধকী দলিল নং আই-৪৬৮৩ সাল ২০১১,** ডিএসআর অফিস বর্ধমান, তারিখ - ২৪/১০/২০১১। **চতুর্সীমা:** উত্তর- ৮ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। দক্ষিণ- শেখ নউসেরের সম্পত্তি। পূর্ব- শেখ নূর হোসেনের সম্পত্তি। পশ্চিম- শেখ সাত্তারের খোলা জমি।	**ক) ১৭/১০/২০২৫ খ) ২৯/০৫/২০২৫ গ) ৮,৫৬,১১৩.০০ টাকা (আট লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশত তেরো টাকা মাত্র) ০৭/০৩/২০২৫ তারিখের হিসাবে** (৩১/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
২.	**ঋণগ্রহীতা: নিউ মা তারা জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী- শ্রী বাঙ্কিম দেবশর্মা,** পিতা - মানুইপতি দেবশর্মা, ঠিকানা- গ্রাম- কাইতারা, পোঃ - আদ্রাহাটি, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: শ্রীমতী শর্মিলা দেবশর্মা,** স্বামী- বঙ্কিম দেবশর্মা, ঠিকানা- গ্রাম - কাইতারা, পোঃ - আদ্রাহাটি, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: আদ্রাহাটি**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, মৌজা- কাইতারা, জে.এল. নং-৪১, এল.আর. খতিয়ান নং-১৯৪৫, দাগ/প্লট নং- এল.আর.- ২০৫২, পরিমাপ - ১.৫০ শতক, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, থানা- গলসি-এর অন্তর্গত, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, **শ্রীমতি শর্মিলা দেবশর্মা,** স্বামী- শ্রী বঙ্কিম দেবশর্মার নামে, **বন্ধকী দলিল নং আই-১৭৪৫ সাল ২০০২, তারিখ- ১২/০৮/২০০২,** এডিএসআর অফিস গলসি। **চতুর্সীমা:-** পূর্ব- অন্যান্যদের সম্পত্তি। পশ্চিম- গ্রামের রাস্তা। উত্তর- গৌতম চ্যাটার্জীর বিল্ডিং। দক্ষিণ- বুদ্ধদেব দেবশর্মার বিল্ডিং।	**ক) ১৭/১০/২০২৫ খ) ০৬/০৬/২০২৫ গ) ৪,১৫,৪৫৪.৫০ টাকা (চার লক্ষ পনেরো হাজার চারশত চুয়ান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২৭/০৫/২০২৫ তারিখের হিসাবে** (৩০/০৪/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুমন্ত চ্যাটার্জী,** পিতা - বিপদতারণ চ্যাটার্জী, গ্রাম ও পোঃ - কোলকল, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার- ক) শ্রী বিপদতারণ চ্যাটার্জী,** পিতা - নন্দ গোপাল চ্যাটার্জী, গ্রাম ও পোঃ - কোলকল, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শ্রীমতী চুমকি চ্যাটার্জী,** স্বামী - শ্রী সুমন্ত চ্যাটার্জী, গ্রাম ও পোঃ - কোলকল, থানা - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: উচ্চগ্রাম**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, মৌজা- কোলকল, জে.এল. নং-৮৬, এল.আর. প্লট নং-১৮৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৫৭৮, জমির পরিমাণ - ০.০৬ একর, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, থানা- গলসি-এর অন্তর্গত, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তিটি শ্রী সুমন্ত চ্যাটার্জীর নামে, বন্ধকী দলিল নং আই- ৪০৩১ সাল ২০১৬,** ডিএসআর অফিস বর্ধমান, তারিখ - ০১.০৯.২০১৬। **চতুর্সীমা:-** উত্তর- প্রদীপ চ্যাটার্জীর সম্পত্তি। দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। পূর্ব- বংশী পালের সম্পত্তি। পশ্চিম- মানস চ্যাটার্জীর সম্পত্তি।	**ক) ১৭/১০/২০২৫ খ) ০২/০৬/২০২৫ গ) ৬,৩৯,০৭৫.৫০ টাকা (ছয় লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ৩০/১০/২০২৪ তারিখের হিসাবে** (১৬/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা- আর কে শাড়ি ঘর, স্বত্বাধিকারী- তাপস শ’,** পিতা - রামজি শ’, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ - ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: শ্রী রামজি শ’,** পিতা - মিঠু শ’, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ - ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: ইলামবাজার**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং বিল্ডিং, মৌজা- ইলামবাজার, জে.এল. নং- ৯৫, এল.আর. প্লট নং- ৩৯৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২০৩২, জমির পরিমাণ - কমবেশি ০৪ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি - বাড়ি, থানা- ইলামবাজার-এর অন্তর্গত, জেলা - বীরভূম, **সম্পত্তিটি রামজি শ’,** পিতা - মিঠু **শ’-এর নামে, বন্ধকী দলিল নং আই- ১২৫০ সাল ২০০৩, আই-৩১১১ সাল ২০০৬, এবং আই-৩০৪২ সাল ২০০৯,** এডিএসআর অফিস বোলপুর। **চতুর্সীমা:-** পূর্ব- ৯ ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। পশ্চিম- কৃষ্ণচন্দ্র ঝা-এর সম্পত্তি। উত্তর- ধনেশ্বর দে -এর সম্পত্তি। দক্ষিণ- কৃষ্ণচন্দ্র ঝা -এর খোলা জমি।	**ক) ১৭/১০/২০২৫ খ) ০৮/০১/২০২৫ গ) ৯,০৯,৮৪৪.০০ টাকা (নয় লক্ষ নয় হাজার আট শত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৪/০১/২০২৫ তারিখের হিসাবে** (৩০/০৪/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৫
স্থান: বর্ধমান

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস

পাবলিক নোটিশ

একটি মূল উপহার দলিল **যার নং-৪৬১১ তারিখ ১৪.০৬.২০০৭,** এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে নিবন্ধিত, যা **মীরা রানী সরকার** কর্তৃক **মিহির সরকার-এর** পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল, জমির পরিমাপ প্রায় ২ ডেসিমেল, যার **মৌজা-আদিত্যপুর, এল.আর. নং-১৫১৮,** যা বর্তমানে **খতিয়ান নং- এল.আর. ১১৪৭৪, জে.এল. নং-৪৫, মৌজা-আদিত্যপুর, থানা-কৃষ্ণগঞ্জ,** এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণগঞ্জ (বর্তমানে) জেলা-নদিয়ার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত। উক্ত দলিলটি আমার হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে। উক্ত দলিলের বিষয়ে আমার দ্বারা **১৭.০৯.২০২৫ তারিখে** কৃষ্ণগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছিল যার **জি.ডি.ই. নং- ৮১৯।** উক্ত দলিলটি কোনও ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয়নি। যদি কেউ উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন, অনুগ্রহ করে তা ফেরত দিন অথবা আমাদের জানান অথবা যদি কোন দাবি থাকে, তাহলে অদ্যকার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দায়ের করতে পারেন, অন্যথায় এই ধরনের কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

প্রদীপ কুমার মিত্র
মোবাইল-৯৬৩৫৪১০৭৪৪

ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল, কলকাতা সমীপে
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮ম তল
কলকাতা- ৭০০০০১

বিবিধ আবেদন ডিওয়াই নং ৮৮৩/২০২৫ (বিবিধ আবেদন ডিওয়াই নং ৫৬৬-২০২৫ সালের সম্পর্কি এসএ ১৭৩-২০২৩ থেকে, ডিআরটি-৩, কলকাতা)

তপন মজুমদার ....দরখাস্তকারী
বনাম
অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য...বিবাদীগণ

প্রতি,
শ্রীমতি ছন্দা হাজরা, সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা
নিবাস : ৩১/২ জগৎ রায় চৌধুরী রোড, দোতলা, পো : সখের বাজার,বেহালা, কলকাতা -৭০০০০৮।

সমন

১. যেহেতু আপিলকারী মাননীয় ঋণ আদায় আপিল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতার সামনে ২০২৫ সালের ৮৮৩ নম্বরে একটি বিবিধ আবেদন ডায়েরি দাখিল করেছেন। আপনাকে এতদ্বারা **২০.১১.২০২৫** তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় অথবা ট্রাইব্যুনালের সুবিধার্থে এই ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হয়ে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য সমন পাঠানো হচ্ছে।
২. যদি আপনি কোনও নথি দাখিল করতে চান, তাহলে আপনি লিখিত বিবৃতি সহ একটি তালিকা সহ তা দাখিল করতে পারেন।
৩. ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার সময় আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির একটি স্মারকলিপি দাখিল করা উচিত, হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে নির্দেশিত একজন আইনজীবী/ অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে।
৪. লক্ষ্য করুন যে, পূর্বে উল্লিখিত দিনে আপনার উপস্থিতি না থাকলে, আপনার অনুপস্থিতিতে কার্যধারা শুনানি এবং নির্ধারণ করা হবে।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ
১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৫ নভেম্বর ২০২৫
সময় : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
৩ নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ২টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩ নভেম্বর ২০২৫ দুপুর ২টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা **১৩.০৬.২০২৪** তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** **১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ** **২. বিলম্বিত কর সম্পদ** **৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম** **৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট** **৫. ট্রেড রিসিভেবল** **৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এবং নগদ সমতুল**	**৫,১০,৩০,০০০ (পাঁচ কোটি দশ লাখ তিরিশ হাজার) টাকা**	**৫১,০৩,০০০** (একান্ন লাখ তিন হাজার টাকা) টাকা	**১,০০,০০০** (এক লাখ টাকা) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01 ।

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম “যেখানে যেমন আছে” “যেখানে যা আছে”, “যেমন আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত” পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com; ip.newhind@gmail.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পোর্টালে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : **৫ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।**

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং **IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102**
ই-মেইল **binay1@yahoo.com** যোগাযোগ নং **+৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.১০.২০২৫

KESORAM

কেশোরাম ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

B.K. BIRLA GROUP OF COMPANIES

CIN: L17119WB1919PLC003429
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121 । ই-মেল : corporate@kesoram.com । ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹ / কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
	চলতি কার্যক্রম												
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	২.৩৩	১১.৩১	৪.৩৪	১৩.৬৪	৯.৫৭	২৩.৮১	৫৯.২০	৭৩.৩৬	৫৯.৬৭	১৩২.৫৬	১২৮.৫৬	২৭৯.৩৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(৩.৭৬)	৬.৬৪	(২.৭৬)	২.৮৮	(৫.০০)	(৩৪.৭০)	(২৫.৮৭)	(৯.৬২)	(২৩.৯৫)	(৩৫.৪৯)	(৪৩.৫৭)	(৯১.০৫)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(১১১.৮৬)	(১২৭.৪১)	(২.৭৬)	(২৩৯.২৭)	(৫.০০)	(২২৪.৭০)	(২৫.৮৭)	(৯৯.৪৩)	(২৩.৯৫)	(১২৫.৩০)	(৪৩.৫৭)	(৯১.০৫)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(১১১.৮৬)	(১২৭.৩২)	(২.৭৬)	(২৩৯.১৮)	(৩১.২৫)	(২৪৪.১২)	(২৫.৮৭)	(৯৯.৩৪)	(২৩.৯৫)	(১২৫.২১)	(৬৯.৮২)	(১১০.৪৭)
	অচলতি কার্যক্রম												
৫	ডিমার্জার থেকে লাভ / বন্ধ হওয়া কার্যক্রম থেকে (ক্ষতি) (*)	-	-	(৪৫.৯৭)	-	(৬১.৪৭)	৫,৬৭৫.৬৩	-	-	(৪৫.৯৭)	-	(৬১.৪৭)	৫,৬৭৫.৬৩
৬	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৯২.৫৯)	(১২৭.৩২)	(৪৪.০৩)	(২১৯.৯১)	(৮৮.০২)	৫,৪৩১.২৪	(৬.০৭)	(৯৯.৩৪)	(৬৫.২২)	(১০৫.৪১)	(১২৬.৫৯)	৫,৫৬০.৩৪
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	২৩৪.২২	-	-	-	-	-	১৪০.৭৮
৯	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
১০	নিট মূল্য	৩২১.৯০	৪১৪.৪৯	২২৬.১৭	৩২১.৯০	২২৬.১৭	৫৪১.৮১	৩০১.৪৬	৩০৭.৫৩	(৭৬.৪৫)	৩০১.৪৬	(৭৬.৪৫)	৪০৬.৮৭
১১	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)												
ক)	চলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	(৩.৬০)	(৪.১০)	(০.০৯)	(৭.৭০)	(১.০১)	(৭.৮৬)	(০.৮৩)	(৩.২০)	(০.৭৭)	(৪.০৩)	(২.২৫)	(৩.৫৬)
খ)	অচলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	-	-	(১.৫০)	-	(২.০১)	১৮২.৭০	-	-	(১.৫০)	-	(২.০২)	১৮২.৭০
গ)	চলতি এবং অচলতি কার্যক্রম :												
	- মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	(৩.৬০)	(৪.১০)	(১.৫৯)	(৭.৭০)	(৩.০২)	১৭৪.৮৪	(০.৮৩)	(৩.২০)	(২.২৭)	(৪.০৩)	(৪.২৭)	১৭৯.১৪

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com -তে পাওয়া যাবে।
(খ) পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
পি. রাধাকৃষ্ণান
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ধনতেরাস: কিছু কথা

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতি বছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে পালিত হয় ধনতেরাস। কালী করেন অশুভ শক্তির বিনাশ আর লক্ষ্মী ঘটান শ্রীবৃদ্ধি তাই ধনতেরাস দীপাবলির দুই দিন আগে হয়, যদিও এই বছর তারিখ ও তিথির কাকতালীয় কারণে, দীপাবলির এক দিন আগে উদযাপন করা হচ্ছে ধনতেরাস। এই দিনে ধন্বন্তরী দেব, মা লক্ষ্মী ও কুবের দেবের পূজা করা হয়। এই দিনে যেকোনো জিনিস কেনা খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে ক্রয়কৃত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তেরো গুণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই মানুষ এই দিনে সোনা-রূপার জিনিসও কেনে। ধনতেরসের দিনে চাল দিয়ে মহালক্ষ্মীর পুজো করলে বিশেষ ফল দেয় বলে বিশ্বাস। এই দিনে লক্ষ্মী-গণেশ ও ধনদেব কুবেরের পুজো করুন। এর পর ২১টি চাল একটি লাল কাপড়ে মুড়ে আপনার ভল্টে বা রাতে যেখানে টাকা রাখেন সেখানে রাখুন। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতেও রাখতে পারেন। এতে আর্থিক অনটন দূর হয় এবং সমৃদ্ধি আসে বলে বিশ্বাস। ধনতেরসে পুজো করার পর বাড়ির সব সদস্যের কপালে তিলক লাগাতে হবে। এই তিলকে চাল ব্যবহার করলে সৌভাগ্য আসে। ধনতেরসে একটি তামার পাত্রে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে। বিশ্বাস করা হয়, এতে ভাগ্যের দোষ কাটে। এই দিনে

ভগবান শিবকে ৫টি চাল নিবেদন করে ভোলেনাথ প্রসন্ন হন। ধনতেরসের দিন ভগবান শিবকে চাল নিবেদন করলে সব সমস্যার সমাধান হয় বলে বিশ্বাস। যদি আপনার কুণ্ডলীতে চন্দ্রের অবস্থান দুর্বল থাকে এবং আপনি সবসময় মানসিকভাবে অস্থির থাকেন, তাহলে ধনতেরসের দিন একমুঠো চাল দান করুন। এতে করে চন্দ্র শক্তিশালী হয়। ধনতেরাসের দিন সন্ধ্যায় উত্তর দিকে কুবের ও ধন্বন্তরীকে প্রতিষ্ঠা করুন। মা লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি বা ছবি স্থাপন করুন। ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে সঠিক নিয়ম মেনে পূজা করুন। ফুল, ফল, মিষ্টি অর্পণ করুন। কুবের দেবতাকে সাদা মিষ্টি এবং ধন্বন্তরীকে হলুদ মিষ্টি নিবেদন করবেন। পূজার সময় ‘ওঁ হ্রীং কুবেরায় নমঃ’ মন্ত্রটি জপ করবেন। ভগবান ধন্বন্তরীকে খুশি করতে এই দিনে ধন্বন্তরী স্তোত্র পাঠ করুন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় এই দিনেই ভগবান ধন্বন্তরী নিজের হাতে অমৃত কলস নিয়ে আবির্ভূত হন। তাই এই দিনে তাঁর পূজা করা হয়। ধনতেরাসের দিনে ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, ভগবান কুবের এবং ধন্বন্তরির পূজা করার রীতি আছে। দেবী লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজায় ধন লাভ হয়। আর, ধন্বন্তরীর উপাসনায় পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন লাভ হয়। এই তিথিতে সোনা, রুপা, কাঁসা, পিতল বা সাধ্যমতো যে কোনও ধাতু ক্রয় করে গৃহে আনলে পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।